কমিশনার হ্যান্ড বুক

আবদুল ওয়াহাব
নির্বাহী প্রশিক্ষণ কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

কমিশনার হ্যান্ড বুক

আবদুল ওয়াহাব

প্রকাশক : প্রশিক্ষণ বিভাগ

বাংলাদেশ স্কাউটস

৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড

কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

সম্পাদনায় : মোঃ গোলাম ছাত্তার

প্রকাশকাল :

প্রথম সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ-১৩৯৪

জুন, ১৯৮৭

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রাবণ-১৪১৭

আগস্ট-২০১০

মুদ্রক : **দাগ** প্রিন্ট মিডিয়া

দাম : বিশ টাকা মাত্র ।

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

জীবনকে সত্য জেনে জীবনকে ভালবেসে নিও
মানুষকে কাছে এনে অন্তরের ভালবাসা দিও
যিনি দেন সৃষ্টি করে সত্য ও সুন্দর সব
শ্রদ্ধাভরে তাঁর প্রতি অন্তরের সব অনুভব
মুক্ত করে মেলে দাও; পরবাসী হোক সে আপন-
নিজ ক্রোড়ে তুলে নাও ঠাঁই যারা করে অন্বেষণ;
জীবনের ব্রত হোক 'অন্যকে ঢেলে দেব প্রাণ'
হিংসা-দ্বেষ মুছে দিয়ে গড়ে তোলো পৃথিবী অম্লান।

ইমরান নূর
২৫ শে বৈশাখ, ১৩৯৪
৯-৫-৮৭

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

দেশে স্কাউট কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্প্রসারণ ও পরিচালনার কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিশনারগণের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাকর্মীগণের সহানুভূতি ও আন্তরিকতার উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন গঠনের প্রচেষ্টার কর্মসূচির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। কিন্তু স্কাউটিংয়ের আনন্দময় দিকের সাথে তাদের জন্য যে দায়িত্বের সম্পর্কটি রয়েছে সে সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত না করতে পারলে তাঁদের কাছ থেকে আশানুরূপ সহায়তা লাভ করা সম্ভব নয়। সে উদ্দেশ্যেই "কমিশনার হ্যান্ড বুক" রচনা ও প্রকাশের প্রয়াস। আমরা আশা করি, এই বই থেকে তাঁরা তাঁদের দায়িত্বের পরিধি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন এবং নিজেদের আন্তরিকতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবেন।

বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই এই প্রথম। এর জন্য বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী প্রশিক্ষণ কমিশনার জনাব আবদুল ওয়াহাব তাঁর সুদীর্ঘ স্কাউটিং অভিজ্ঞতাকে উদারভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।

মাহবুবুল আলম
জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউট।

প্রথম সংস্করণের উপক্রমণিকা

বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলা, জেলা, অঞ্চলে ও জাতীয় পর্যায়ে সহস্রাধিক স্বেচ্ছাকর্মী কমিশনারের দায়িত্ব পালন করে স্কাউট আন্দোলনের খেদমতের মাধ্যমে মূল্যবান অবদান রাখছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে ও শাখায় কর্তব্যরত হলেও তাঁরা স্কাউট সদর দফতর এবং ইউনিট লিডার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কাজের সমন্বয় সাধন করে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন। এর মধ্যে উপজেলা কমিশনারগণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থেকে আন্দোলনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজ করছেন।

ইউনিট লিডারগণ সরাসরি স্কাউটদের সাথে জড়িত। আর তাঁদের লিডার হিসাবে উপজেলা পর্যায়ের কমিশনারগণ স্কাউটদের শারীরিক মানসিক গঠন ও বিকাশে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন এবং ইউনিট লিডারগণের মাধ্যমেই স্কাউট সংগঠনের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করছেন।

অতএব নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং যাদের বা যে সংগঠনের সাথে কমিশনারগণ কাজ করবেন সে সম্পর্কে তাঁদের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন দরকার। স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এই সংগঠনের আরো অধিক সংখ্যক স্বেচ্ছাকর্মী লোকের সেবা ও সাহায্য দরকার। তরুণ কিশোরদের গড়ে তোলার ব্রতী হতে চান এমন অধিক সংখ্যক লোকের সমর্থন দরকার।

এরূপ সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আগ্রহ সহকারে যাঁরা স্কাউট সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেন তাঁরাই হলেন কমিশনার।

কমিশনারগণ স্কাউট পোশাকধারী ও সনদধারী স্কাউটার। সুতরাং স্কাউটিং সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। ব্যস্ততা ও সময়ের অভাবে স্বেচ্ছাসেবী কমিশনারদের পক্ষে নিয়মিত স্কাউট প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেয়া সম্ভব হয় না বলে তাঁদের সুবিধার্থে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্পাদনার প্রয়াস। বইটি কমিশনারদের সামান্যতম প্রয়োজন মিটাতে পারলেও আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

এখানে একটা কথা স্পষ্টভাবে বলা দরকার যে কমিশনার হ্যান্ড বুক বাংলাদেশ স্কাউটসের “গঠন ও নিয়ম” বা কোনো উপবিধি বা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিকল্প নয়। “গঠন ও নিয়মের” কোনো বিধি বিধানের সাথে এর

কোনো গরমিল ধরা পড়লে অবশ্যই "গঠন ও নিয়মের" বিধি বিধান প্রাধান্য পাবে। আর এই পুস্তক পাঠও কমিশনারদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিকল্প নয়।

বাংলাদেশে কমিশনারদের জন্য লিখিত এটাই প্রথম পুস্তক। আশা করি, এই বই বাংলাদেশ স্কাউটসের দীর্ঘকালের একটি অভাব পূরণ করবে। প্রথম প্রয়াস হিসাবে এতে কিছু ক্রটিবিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সহৃদয় কমিশনারগণ ও পাঠকবর্গ দয়া করে সেই সব ভুল ক্রটি আমাদের গোচরে আনলে তা সংশোধন করা হবে।

বইয়ের পান্ডুলিপি দেখে এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে জাতীয় প্রশিক্ষণ কমিশনার জনাব মাহবুবুল আলম এর উন্নতি বিধানে সহায়তা করেছেন। এ জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও বইটি সম্পাদনায় ভকিল আহম্মদ আব্বাসী রচিত কমিশনার হ্যান্ড বুক এবং বেদপ্রকাশ ধাওয়ান সম্পাদিত কমিশনার হ্যান্ড বুকের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মনযুর-উল-করীম (কবি ইমরান নূর) আশির্বাণী দিয়ে বইটির মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর এই আশিস নিয়ে আমাদের স্কাউট কমিশনারগণ নতুন করে তাঁদের যাত্রা শুরু করবেন এই কামনা করি।

আবদুল ওয়াহাব

মুখবন্ধ

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর কমিশনার হ্যান্ডবুক প্রকাশিত হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্কাউটিংয়ে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বিশ্ব বয়স্ক নেতা সম্পদ নীতিমালা (World Adult Resources Policy) গৃহীত হয়েছে এবং তারই আলোকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বয়স্ক নেতা সম্পদ নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল হালনাগাদ করা হয়েছে। বিগত ১৯৯৪ সন থেকে বাংলাদেশে গার্ল-ইন-স্কাউটিং প্রবর্তন করা হয়েছে। এই সব পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে কমিশনার হ্যান্ডবুকটি হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এ বিভিন্ন পর্যায়ে কমিশনারগণ হচ্ছেন এ আন্দোলনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেতা। কমিশনারগণের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এ আন্দোলন কিশোর-যুবদের আদর্শ মানুষ গড়ার দুঃসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে। দশ লক্ষ স্কাউটের এ আন্দোলন আরো জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটের সকল পর্যায়ের নেতৃত্বকে অধিকতর সংযত হওয়া প্রয়োজন। আমি মনে করি এই হ্যান্ড বুকটি আমাদের নেতাগণকে অধিকতর দক্ষ ও কর্মোপযোগী করে তুলবে।

কমিশনার হ্যান্ডবুকের দ্বিতীয় সংস্করণে যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কমিশনারগণ বইটি ব্যবহার করে সর্বস্তরে স্কাউট আন্দোলনকে আরো সমৃদ্ধ করতে অধিকতর প্রচেষ্টা চালাবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
প্রধান জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

ভূমিকা

স্কাউটিং কার্যক্রম গতিশীল রাখার পিছনে বয়স্ক নেতাগণের অবদানের কোন বিকল্প নেই। তাঁদের মধ্যে সর্বস্তরের কমিশনারগণ নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দক্ষতার সাথে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারলে স্কাউটিং এর উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়। তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন প্রশিক্ষণ গ্রহণ অপরিহার্য, অন্যদিকে তাঁদের দায়দায়িত্ব পালনে সহায়ক বইপুস্তক সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক পত্রিকা 'অগ্রদূত', গঠন ও নিয়ম, বয়স্ক নেতা সম্পদ নীতিমালা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ইত্যাদি পুস্তকাদি কমিশনারগণের নিকট প্রয়োজনীয় পাঠ্য সম্পদ। একই সাথে "কমিশনার হ্যান্ডবুক" বইটি তাদের দৈনন্দিন স্কাউটিং দায়িত্ব পালনে সর্বোত্তম সহায়ক। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তন নির্বাহী প্রশিক্ষণ কমিশনার মরহুম আবদুল ওয়াহাব এর প্রচেষ্টায় এমন প্রয়োজনীয় একটা বই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় এবং এ পর্যন্ত তা কমিশনার মহোদয়গণের উপকারে লেগে আসছে। যাহোক, স্কাউটিং এ নতুন নতুন নীতিমালা প্রণীত হওয়ায় এবং বেশ কিছু নতুন ধারা সংযোজিত হওয়ায় কমিশনার হ্যান্ডবুকটির মধ্যে কতিপয় নতুন বিষয়ের সংযোজন এবং পুরাতন বিষয়ের বিয়োজন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

পুস্তকটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের কমিশনারগণের পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই বইটি পুনঃ সংস্করণে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

পূর্বিতা

পরম শ্রদ্ধেয় তদানিন্তন নির্বাহী প্রশিক্ষণ কমিশনার মরহুম আবদুল ওয়াহাব ১৯৮৭ সালে কমিশনার হ্যান্ডবুক সম্পাদনার কাজ সমাপ্ত করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা নেন এর জন্য আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক নিয়ম-নীতির রদবদল হওয়ায় হ্যান্ডবুকটির পুনঃসংস্করণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিধায় দু'দশক পর এ হ্যান্ডবুকটি পর্যালোচনা ও আধুনিকায়ন করা হলো। বর্তমান সংস্করণে বিশেষ করে অ্যাওয়ার্ড বর্তমান গঠন ও নিয়ম অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে। এ ছাড়াও স্কাউটিং এর মিশন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভিশন ও স্ট্রাটেজিক প্ল্যান, গার্ল-ইন-স্কাউটিং ইত্যাদি বিষয়গুলি সংযোজিত করা হয়েছে। পুস্তকটি পর্যালোচনা করে নতুন রূপ দেয়ার কাজে অবদান রেখেছেন জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) অধ্যক্ষ (অব.) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া, অভিজ্ঞ স্কাউটার জনাব মোঃ গোলাম ছাত্তার, প্রাক্তন নির্বাহী সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এবং ট্রেনিং এক্সিকিউটিভ জনাব মোঃ মোহসীন, চীফ ট্রেনার জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, ডেপুটি ট্রেনিং এক্সিকিউটিভ জনাব কে এম সাইদুজ্জামান ও প্রফেসর মোজাহেদ হোসাইন এল টি। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে দেশের সর্বস্তরে কর্মরত এবং অনাগত কমিশনারগণের প্রতি আবেদন জানাই তাঁরা যেন এই হ্যান্ডবুকটি তাঁদের কাজের জন্য সহায়ক পুস্তক হিসেবে ব্যবহার করেন। উডব্যাজার, সহকারী লিডার ট্রেনার, লিডার ট্রেনার, উপজেলা-জেলা স্কাউট লিডারগণও এই পুস্তকটি পাঠ করে উপকৃত হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মোঃ মজিবর রহমান মান্নান

নির্বাহী সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

বাংলাদেশ স্কাউটস

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	স্কাউট আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য (স্কাউট আন্দোলন) প্রতিজ্ঞা ও আইন, প্রশাসনিক কাঠামো, স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য, নীতি ও পদ্ধতি, স্কাউট আন্দোলনে বয়স্কদের ভূমিকা, স্কাউটিং-এর মিশন	১১-১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	কমিশনার- তাঁদের দায়িত্ব কর্তব্য, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পোশাক	১৭-২৩
তৃতীয় অধ্যায়	গঠন, সংগঠন, কার্যাবলী, তহবিল ও সম্পদ, অর্থ ব্যবস্থা, নীতি ও পদ্ধতি, উপবিধি অ্যাওয়ার্ড, ডেকোরেশন	২৪-৩৪
চতুর্থ অধ্যায়	স্কাউট গ্রুপ	৩৫-৩৮
পঞ্চম অধ্যায়	সনদ, পরিসংখ্যান	৩৯-৪০
ষষ্ঠ অধ্যায়	পরিদর্শন	৪১-৪৪
সপ্তম অধ্যায়	তাঁবুবাস ও সমাবেশ	৪৫-৪৭
অষ্টম অধ্যায়	নৌ, এয়ার ও প্রতিবন্ধী স্কাউট	৪৮-৪৯
নবম অধ্যায়	সম আদর্শের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক	৫০
দশম অধ্যায়	কমিশনারের কাজ	৫১-৫২
একাদশ অধ্যায়	গার্ল-ইন-স্কাউটিং বাংলাদেশ স্কাউটস-এর স্ট্রাটেজিক প্লান	৫৩-৬০
দ্বাদশ অধ্যায়	– ফরমসমূহ	৬১

প্রথম অধ্যায়

স্কাউট আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

স্কাউট আন্দোলন

স্কাউট আন্দোলন বলতে শিশু কিশোর ও যুব সমাজকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার বিশেষ পদ্ধতি বুঝায়। আনন্দময় প্রশিক্ষণের সহায়তায় শিশুর মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে একজন উত্তম মানুষ, দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সেবক এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শরূপে তৈরি করাই স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্য।

সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয়ে, দেশের প্রতি দায়িত্ব সচেতন থেকে, পরোপকারের মহান ব্রত নিয়ে আজকের শিশু যাতে মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতার দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারে, সেই অনন্য পন্থার নির্দেশনাই স্কাউটিংয়ের উদ্দেশ্য। সত্য ও ন্যায়ের পথের অনুসারী, উদ্যমী, সুশৃংখল ও আত্মনির্ভরশীল হিসাবে স্বাধীন দেশের সুযোগ্য সন্তানরূপে গড়ে তোলা স্কাউটিং।

স্কাউটিং বালকদের মধ্যে গড়ে তোলে গভীর পর্যবেক্ষণের চমৎকার অভ্যাস, আনুগত্য আর পরার্থপরতার বৈশিষ্ট্যে উদ্দীপ্ত করে কৈশোর জীবন, যুবকদের করে তোলে সেবাব্রতের মহান আদর্শে উৎস্বর্গীত।

স্কাউট আন্দোলনের জনক লর্ড স্টিফেনশন স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল (১৮৫৭-১৯৪১) ইংল্যান্ডে ১৯০৭ সালে মন ও মানসিকতার উপযোগী করে জীবন গঠনের যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তা আজ বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে অনাগতকালের নাগরিকদের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এদেশে ১৯২০ সালে স্কাউটিংয়ের সূচনা হলেও ১৯৭২ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে এক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে যে সগৌরব যাত্রা শুরু হয় তা এখন ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় দশ লক্ষ স্কাউট সদস্য আন্দোলনের অংশীদার।

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য, নীতি ও পদ্ধতি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও পদ্ধতিতে পরিচালিত শিশু, কিশোর ও যুবকদের জন্য স্কাউটিং একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক আন্দোলন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে স্কাউটিং সকলের জন্য উন্মুক্ত।

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য :

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল ছেলেমেয়েদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিকগুলো পরিপূর্ণ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশে অবদান রাখা যাতে করে তারা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি, দায়িত্বশীল নাগরিক এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে।

মূলনীতি :

স্কাউট আন্দোলন নিম্নেবর্ণিত ৩টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত
(প্রতিজ্ঞা ও আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে)-

১। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন (আধ্যাত্মিক দিক)
২। নিজের প্রতি কর্তব্য পালন (ব্যক্তিগত দিক)
৩। অপরের প্রতি কর্তব্য পালন (সামাজিক দিক)

স্কাউট পদ্ধতি :

স্কাউট পদ্ধতি একটি ধারাবাহিক স্ব-শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া, যার উপাদানগুলি হচ্ছে-
১। প্রতিজ্ঞা ও আইনের চর্চা এবং তার প্রতিফলন
২। হাতে কলমে শিক্ষা
৩। ছোট ছোট দলের সদস্য হিসেবে কাজ করা (যেমন, ষষ্ঠক/উপদল পদ্ধতি)
৪। ক্রমোন্নতিশীল ও উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম (ব্যাজ পদ্ধতি)
৫। বয়স্ক নেতার সমর্থন
৬। প্রতিকী কাঠামো
৭। প্রকৃতি

সকল ধরনের স্কাউট কার্যক্রম ও প্রোগ্রাম স্কাউট পদ্ধতিতেই বাস্তবায়ন করতে হয় যাতে করে স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে।

স্কাউটদের জন্য যে সকল কাজ স্কাউট পদ্ধতিতে করা হয় না, তা স্কাউট প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম বলে বিবেচনা করা যায় না।

স্কাউটিং শিশু কিশোর, যুব বয়সীদের লেখাপড়ার অবসরে বয়স উপযোগী আনন্দদায়ক কার্যাবলীর মাধ্যমে উপস্থাপিত শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম। এই বয়সীদের প্রধান এবং প্রথম কাজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য এবং স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্য এক হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তারা এই লক্ষ্য অর্জনের বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ পায় না। অপরদিকে স্কাউটরা মুক্তাঙ্গনে হাতে কলমে কাজে অংশগ্রহণ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা ব্যক্তিজীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মস্থ করার সুযোগ লাভ করে।

বৈশিষ্ট্য :

স্কাউটিং আন্দোলন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে সারা বিশ্বে আজও সমাদৃত। স্কাউটিং এর বৈশিষ্টের কতকগুলো দিক হচ্ছে-

১। স্কাউটরা স্কাউট প্রতিজ্ঞা নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেয় এবং তার জীবনে প্রতিজ্ঞা মেনে চলার চেষ্টা করে।

২। স্কাউটরা সাফল্য বা বিফলতার কথা না ভেবে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

৩। স্কাউটরা সকল কাজ হাতে কলমে করার মাধ্যমে শেখে।

৪। স্কাউটরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করে ও শেখে। একে উপদল পদ্ধতি বলে।

৫। স্কাউটদের কাজের স্বীকৃতি ব্যাজের মাধ্যমে দেয়া হয়। একে ব্যাজ পদ্ধতি বলে। নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে বিষয় নির্বাচন করে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা অর্জনে সফল হলে ব্যাজ প্রদান করা হয়।

৬। স্কাউটরা নির্ধারিত পোশাক, স্কাউট ব্যাজ ও স্কার্ফ পরিধাণ করে।

৭। স্কাউটরা নির্ধারিত তিন আংগুলে বিশেষ কায়দায় সালাম দেয় ও গ্রহণ করে।

৮। স্কাউটরা ডান হাতে পরস্পরের সাথে করমর্দন করে।

৯। স্কাউটরা নিজস্ব কায়দায় তাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে– যেমন ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী, মুট, ক্যাম্পফায়ার, স্কাউটস ওন, ক্রু মিটিং/ট্রুপ মিটিং/প্যাক মিটিং ইদ্যাতি।

বয়স ভিত্তিক স্তর বিন্যাস :

স্কাউট আন্দোলন সকল ধরণের ছেলে মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত। সুষ্ঠু পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশে স্কাউটিং তিনটি শাখায় বিভক্ত–

১) কাব স্কাউট – যে সকল বালক/বালিকার বয়স ৬ বছরের বেশী কিন্তু ১১ বছরের কম।

২) স্কাউট – যে সকল কিশোর/কিশোরীর বয়স ১১ বছর বা তার চেয়ে বেশী কিন্তু ১৭ বছরের কম।

৩) রোভার স্কাউট – যে সকল তরুণ/তরুণী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে অথবা যাদের বয়স ১৭ বা তার চেয়ে বেশী কিন্তু ২৫ বছরের কম। রেলওয়ে, বিমান ও অনরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবীদের জন্য বয়স ৩০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

স্কাউট আন্দোলনে বয়স্কদের ভূমিকা :

স্কাউট আন্দোলন মূলতঃ যুব বয়সী ছেলে মেয়েদের আন্দোলন। এ আন্দোলনে বয়স্ক সদস্যদের অন্তর্ভূক্তির কারণ হলো– যুব সদস্যদের সঠিক দিক-নির্দেশনা, সমর্থন এবং ব্যবস্থাপনা করা যাতে করে স্কাউট নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। সুতরাং সঠিকভাবে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে স্কাউটদের সহায়তা প্রদান করাই বয়স্ক লিডারদের মৌলিক কর্তব্য।

স্কাউটিং এর মিশন :

স্কাউটিং-এর মিশন হলো স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রক্রিয়ায় যুবদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখা, যে প্রক্রিয়ায় একটি উন্নত বিশ্ব গড়ার কাজে সাহায্য করা; যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সমর্থ হবে এবং সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

স্কাউটিং-এর মিশন অর্জন করার জন্য অর্থাৎ যুবকদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে নিম্নলিখিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় ঃ

* যুবদেরকে তাদের জীবনগঠনের পুরো সময় স্কাউটিং-এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় জড়িত রাখা।

* স্কাউটিং-এর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা যার ফলে প্রত্যেক যুবকে আত্মনির্ভরশীল, প্রচেষ্টাবান, দায়িত্বশীল এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ করা যায়।

* যুবদেরকে স্কাউট প্রতিজ্ঞা এবং আইনের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে একটি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা যোগানো।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

(ক) কাব স্কাউটদের জন্য

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,
আল্লাহ্ ও আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে
কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে
আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
(আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করা যাবে)

(খ) স্কাউট, রোভার স্কাউট, স্কাউট লিডার এবং অন্যান্য স্কাউটারদের জন্য

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,
আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
স্কাউট আইন মেনে চলতে
আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
(আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিকর্তার জন্য উচ্চারণ করা যাবে)

কাব স্কাউট আইন

কাব স্কাউট আইন দুটি :

বড়দের কথা মেনে চলা
নিজেদের খেয়ালে কিছু না করা।

স্কাউট/রোভার/স্কাউট লিডার এবং অন্যান্য স্কাউটদের জন্য আইন

স্কাউট আইন সাতটি :

স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী

স্কাউট সকলের বন্ধু
স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
স্কাউট সদা প্রফুল্ল
স্কাউট মিতব্যয়ী
স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

মটো :

কাবদের মটো : যথাসাধ্য চেষ্টা করা

স্কাউটদের মটো : সদা প্রস্তুত

রোভারদের মটো : সেবা

সবকটি মটো একত্র করলে পাওয়া যায় "সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।"

বাংলাদেশ স্কাউটস : প্রশাসনিক কাঠামো

জাতীয় : জাতীয় কাউন্সিল, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনারগণ, জাতীয় উপ কমিশনারগণ, নির্বাহী সচিব, নির্বাহী প্রশিক্ষণ কমিশনার।

আঞ্চলিক : আঞ্চলিক কাউন্সিল, আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি, আঞ্চলিক কমিশনার, আঞ্চলিক উপ কমিশনারগণ, আঞ্চলিক সম্পাদক, আঞ্চলিক ফিল্ড কমিশনার।

জেলা : জেলা কাউন্সিল, জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি, জেলা কমিশনার, সহকারী জেলা কমিশনারগণ, জেলা স্কাউট লিডার, জেলা সম্পাদক।

উপজেলা : উপজেলা কাউন্সিল, উপজেলা কার্যনির্বাহী কমিটি, উপজেলা কমিশনার, সহকারী উপজেলা কমিশনারগণ, উপজেলা স্কাউট লীডার, উপজেলা সম্পাদক।

গ্রুপ : গ্রুপ কাউন্সিল, গ্রুপ কমিটি, গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিল, গ্রুপ স্কাউট লিডার, কাব লিডার, স্কাউট লিডার, রোভার লিডার, ষষ্ঠক নেতা ও উপদল নেতা পরিষদ এবং রোভার ইউনিট কাউন্সিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিশনার : তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পোশাক

প্রধান জাতীয় কমিশনার

জাতীয় কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের চীফ স্কাউট স্বাক্ষরিত সনদ বলে জাতীয় কমিশনার হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন ৩ (তিন) বছরের জন্য প্রধান জাতীয় কমিশনার নিযুক্ত হবেন। মেয়াদান্তে তিনি এ পদে পুনঃনিযুক্ত হতে পারবেন।

কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে প্রধান জাতীয় কমিশনার এর পদ শূন্য হলে জাতীয় কাউন্সিলের পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটির সুপারিশে চীফ স্কাউট কর্তৃক অনতিবিলম্বে একজন জাতীয় কমিশনার প্রধান জাতীয় কমিশনার নিযুক্ত হবেন।

প্রধান জাতীয় কমিশনারের দায়িত্ব

(ক) প্রধান জাতীয় কমিশনার বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য গঠন ও নিয়ম এর যথাযথ অনুসরণ সম্পর্কে জাতীয় কাউন্সিল ও চীফ স্কাউট এর কাছে দায়ী থাকবেন।

(খ) তিনি বাংলাদেশ স্কাউট আন্দোলনের উন্নতি বিধান এবং জাতীয় সদর দফতরের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করবেন।

(গ) তিনি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহায়তায় সংগঠনের তহবিল ও সম্পত্তি হেফাজত, কর্মচারী নির্বাচন ও নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঘ) তিনি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট ও প্রেসিডেনট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কিত বিষয়ে চীফ স্কাউটের নিকট সুপারিশ করবেন। প্রয়োজনবোধে তিনি এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সহায়তা গ্রহণ করবেন।

(ঙ) তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড' সম্পর্কিত বিষয়ে সুপারিশ করবেন। এ ছাড়া অন্যান্য অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন। প্রয়োজনবোধে তিনি এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সহায়তা গ্রহণ করবেন।

(চ) তিনি সংগঠনের কার্যাবলী সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সহায়তা ও সহযোগিতা লাভের জন্য বিভিন্ন জাতীয় কমিশনার এবং অন্যান্য পদ নিয়মানুযায়ী পূরণ করবেন।

(ছ) তিনি জাতীয় ও আঞ্চলিক কমিশনারের কোন পদ শূন্য হলে তাঁর কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য গঠন ও নিয়ম এর বিধান মোতাবেক কারো ওপর সে দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন।

(জ) তিনি তাঁর নিকট উপস্থাপিত স্কাউটিং সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত দেবেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মহোদয়কে অবহিত করবেন। অনুরূপভাবে তিনি জাতীয় নির্বাহী কমিটিকেও অবহিত করবেন।

জাতীয় কমিশনার :

প্রধান জাতীয় কমিশনারের কার্যাবলী পরিচালনায় সহায়তার জন্য তাঁর সুপারিশক্রমে চীপ স্কাউট কর্তৃক সনদপত্র দ্বারা অনধিক ১৫ (পনের) জন জাতীয় কমিশনার নিযুক্ত করা যেতে পারে।

জাতীয় কমিশনারগণ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রধান জাতীয় কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন। এরূপ দায়িত্ব প্রোগ্রাম ভিত্তিক, শাখা ভিত্তিক বা বিষয় ভিত্তিক হতে পারে।

কোন জাতীয় কমিশনার অঞ্চল, জেলা বা উপজেলা স্কাউটসের কোন নির্বাচিত পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা স্কাউটসের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য প্রধান জাতীয় কমিশনার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

জাতীয় উপ-কমিশনার :

জাতীয় কমিশনারদের কাজে সহায়তা দানের জন্য এক বা একাধিক জাতীয় উপ-কমিশনার থাকতে পারেন। সংশ্লিষ্ট জাতীয় কমিশনারের সুপারিশক্রমে প্রধান জাতীয় কমিশনার সনদপত্র দ্বারা জাতীয় উপ-কমিশনার নিয়োগ করেন। বাংলাদেশ স্কাউটসে সর্বাধিক ৩০ জন জাতীয় উপ-কমিশনার থাকবেন।

তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য উপ-কমিশনারগণ সংশ্লিষ্ট জাতীয় কমিশনারদের নিকট দায়ী থাকবেন।

আঞ্চলিক কমিশনার :

(ক) আঞ্চলিক কমিশনার আঞ্চলিক কাউন্সিলের ত্রৈবার্ষিক সাধারন সভার সুপারিশক্রমে চীফ স্কাউট ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্বাক্ষরিত সনদপত্রের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য নিয়োজিত হবেন। তাঁকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কার্যরত অথবা সেখানকার বসবাসকারী হতে হবে।

(খ) তিনি তাঁর কার্যাবলীর জন্য প্রধান জাতীয় কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন।

(গ) আঞ্চলিক কমিশনারের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ

১) আঞ্চলিক সংগঠনের উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক কাউন্সিলকে কর্মচঞ্চল ও কার্যকর রাখা;

২) সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে কাউন্সিল সভার আলোচ্যসূচি, স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ;

৩) আঞ্চলিক স্কাউটসের তহবিল ও সম্পত্তির হেফাজত, কর্মচারী নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও তাদের অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় সম্পাদন;

৪) সনদপত্র দ্বারা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার পদে নিয়োগের ব্যবস্থা এবং তাঁদের স্কাউটিং উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ প্রদান;

৫) আঞ্চলিক উপ-কমিশনারের কোন পদ শূন্য হলে তা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬) স্কাউট ও স্কাউটারদের অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড (রোভার অঞ্চলের কমিশনারদের ক্ষেত্রে) এবং শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭) সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন।

(ঘ) আঞ্চলিক কমিশনার কোন বিষয়ে আঞ্চলিক কাউন্সিল বা নির্বাহী কমিটির সঙ্গে একমত না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রধান জাতীয় কমিশনারের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ স্কাউটসের বারটি আঞ্চলিক স্কাউটসের গঠন প্রণালী ও কার্যাবলী হুবহু একরম নয়। গঠন প্রকৃতি ও কার্যাবলীর তারতম্য থাকলেও

আঞ্চলিক স্কাউটসের কমিশনারদের দায়িত্ব প্রায় একই। অঞ্চলের বিবরণ নিম্নরূপ-

প্রশাসনিক অঞ্চল : ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল।

বোর্ড ভিত্তিক অঞ্চল : কুমিল্লা ও দিনাজপুর।

বিশেষ অঞ্চল : রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চল।

বিশেষ অঞ্চলের কমিশনারগণের দায়িত্ব গঠন ও নিয়মে দেখা যেতে পারে।

আঞ্চলিক উপ-কমিশনার

আঞ্চলিক কমিশনারের কাজে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সুপারিশক্রমে তাঁর নিজের ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্বাক্ষরিত সনদপত্রের মাধ্যমে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অনধিক বার জন আঞ্চলিক উপ-কমিশনার নিয়োগ করা যাবে। তাঁরা তাদের কার্যাবলীর জন্য আঞ্চলিক কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন।

জেলা কমিশনার :

(ক) জেলা স্কাউট কাউন্সিলের ত্রৈবার্ষিক সাধারণ সভার সুপারিশক্রমে আঞ্চলিক কমিশনার ও প্রধান জাতীয় কমিশনারের স্বাক্ষরিত সনদপত্রের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য জেলা কমিশনার নিয়োজিত হবেন। তাঁকে সংশ্লিষ্ট জেলায় বসবাসকারী বা সেখানে কর্মরত হতে হবে।

(খ) তিনি তাঁর কার্যাবলীর জন্য আঞ্চলিক কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন।

(গ) জেলা কমিশনারের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ :

১) জেলা সংগঠনের উন্নয়ন এবং জেলা কাউন্সিলকে কর্মচঞ্চল ও কার্যকর রাখা;

২) সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে কাউন্সিলের সাধারণ সভার আলোচ্যসূচি, স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ;

৩) জেলা স্কাউটসের তহবিল ও সম্পত্তির হেফাজত, কর্মচারী নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও তাদের অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় সম্পাদন;

৪) যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সনদপত্র দ্বারা সহকারী জেলা কমিশনার পদে নিয়োগের ব্যবস্থা এবং স্কাউটিং উন্নয়নে তাঁদের কাজ করার সুযোগ প্রদান;

৫) সহকারী কমিশনারের কোন পদ শূন্য হলে তা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬) স্কাউট ও স্কাউটার অ্যাওয়ার্ড এবং প্রেসিডেন্টস স্কাউট, প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড (রোভার জেলা ক্ষেত্রে) ও শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড (রোভার জেলা ক্ষেত্রে) ও শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭) সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলের সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন।

(ঘ) জেলা কমিশনার কোন বিষয়ে জেলা কাউন্সিল বা জেলা নির্বাহী কমিটির সঙ্গে একমত না হলে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য আঞ্চলিক কমিশনারের নিকট বিষয়টি উথ্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

সহকারী জেলা কমিশনার

জেলা কমিশনারের কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা দানের জন্য তার সুপারিশক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে নিজের ও আঞ্চলিক কমিশনারের স্বাক্ষরিত সনদপত্র দ্বারা অনুর্ধ সাতজন (কমপক্ষে একজন মহিলাসহ) সহকারী জেলা কমিশনার নিয়োগ করা যাবে। তাঁরা তাদের কাজের জন্য জেলা কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন। (সহকারী কমিশনারগণের পদবী সুনির্দিষ্ট থাকবে)। গঠন ও নিয়মে অন্যান্য বিশেষ জেলার জেলা ও সহকারী জেলা স্কাউটস কমিশনারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা আছে।

উপজেলা কমিশনার

ক) উপজেলা/থানা কাউন্সিলের ত্রৈবার্ষিক সাধারণ সভার সুপারিশক্রমে জেলা কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিশনারের স্বাক্ষরিত সনদপত্রের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য উপজেলা/থানা কমিশনার নিয়োজিত হবেন। তাঁকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানায় বসবাসকারী বা সেখানে কর্মরত হতে হবে। তবে কোন গ্রুপ/ইউনিট লিডার কমিশনারের পদ গ্রহণ করতে পারবেন না।

খ) তিনি তাঁর কার্যাবলীর জন্য জেলা কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন।

উপজেলা কমিশনারের দায়িত্ব

গ) উপজেলা/থানা কমিশনারের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ-

১) উপজেলা/থানা সংগঠনের উন্নয়ন এবং উপজেলা/থানা কাউন্সিলকে কর্মচঞ্চল ও কার্যকর রাখা;

২) সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে কাউন্সিল সভার আলোচ্যসূচি, স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ;

৩) উপজেলা/থানা স্কাউটসের তহবিল ও সম্পত্তির হেফাজত, কর্মচারী নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও তাদের অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় সম্পাদন;

৪) যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সনদপত্রের মাধ্যমে সহকারী উপজেলা/থানা কমিশনার পদে নিয়োগ এবং স্কাউটিং উন্নয়নে তাঁদের কাজ করার সুযোগ প্রদান;

৫) সাংগঠনিক উন্নয়ন ও ইউনিট রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬) কাব স্কাউট, স্কাউট ও স্কাউটারদের অ্যাওয়ার্ড এবং শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭) কোন সহকারী কমিশনারের পদ শূন্য হলে তা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮) সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন।

৯) উপজেলা/থানা কমিশনার কোন বিষয়ে উপজেলা/থানা বা উপজেলা/থানা নির্বাহী কমিটির সঙ্গে একমত না হলে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য জেলা কমিশনারের মাধ্যমে আঞ্চলিক কমিশনারের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

সহকারী উপজেলা/থানা কমিশনার

উপজেলা/থানা কমিশনারের কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা দানের জন্য তাঁর নিজের এবং জেলা কমিশনারের স্বাক্ষরিত সনদপত্র দ্বারা একজন মহিলাসহ অনুধর্ব ৭ জন সহকারী উপজেলা/থানা কমিশনার নিয়োগ করা যাবে। সহকারী কমিশনার তাঁদের কাজের জন্য উপজেলা/থানা কমিশনারের নিকট দায়ী থাকবেন।

কমিশনারদের পোশাক

কমিশনারগণ পোশাকধারী স্কাউটার। 'গঠন ও নিয়ম' (দ্বিতীয় খন্ড) এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তাঁরা স্কাউট ও স্কাউট লিডারের ন্যায় একই নমুনার পোশাক পরবেন। কমিশনারদের স্কার্ফের রঙ হবে বেগুণী।

কমিশনারদের প্রশিক্ষণ

সকল স্তরের কমিশনার নিয়োগের পূর্বে বা অব্যবহিত পরে প্রথম সুযোগেই কোনো অনুমোদিত কোর্সে যোগদান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। কমিশনারদের সুবিধার্থে তাঁদের জন্য জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা ও পরিচালনা করা হয়। এই সব কোর্সের প্রয়োজনীয় তথ্য জাতীয় কার্যালয়ে অথবা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। গঠন ও নিয়ম (দ্বিতীয় খন্ড) বইয়েও কমিশনারদের যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ সংযোজিত আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

গঠন, সংগঠন, কার্যাবলী, তহবিল ও সম্পদ সংগ্রহ

গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ স্কাউটস কয়েকটি আঞ্চলিক স্কাউটসে, আঞ্চলিক স্কাউটস কয়েকটি জেলা স্কাউটসে এবং জেলা স্কাউটস কয়েকটি উপজেলা স্কাউটসে বিভক্ত। এই সব সাংগঠনিক বিভক্তি সর্বক্ষেত্রে প্রশাসনিক এলাকা ভিত্তিক নয়। এদের কোনো কোনোটি প্রোগ্রাম ভিত্তিক। দেশের আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ স্কাউটস তার শাখা সংস্থার এখতিয়ার নির্ধারণ করে থাকে।

প্রতিটি সাংগঠনিক স্তর সংশ্লিষ্ট কমিশনারের প্রশাসনিক দায়িত্ব ও পরিচালনায় ন্যস্ত। স্তরগুলোর বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা স্কাউটসের কর্মপরিসীমা এমনভাবে নির্ধারন করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অথবা তাঁদের সহকারীগণ উপজেলা স্কাউটস বা পৃথক পৃথক স্কাউট দলের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখতে পারেন। তাদের কার্য সম্পাদনের বেলায় বিশেষত স্কাউটারদের কাজকর্মে তদারকি, পরিচালনা ও নির্দেশনার ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে পারেন।

'গঠন ও নিয়মের' সীমার মধ্যে থেকে প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক কাউন্সিল জেলা ও উপজেলা স্কাউটসের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো নির্ধারণ করতে পারবে।

তবে সাধারণত প্রতি জেলায় কেবল উপজেলা স্কাউটসের মাধ্যমে কমিশনারের সুপারিশে কাব ও স্কাউট গ্রুপ তালিকাভুক্ত হতে পারবে। আর বিশেষ আঞ্চলিক স্কাউটসের ক্ষেত্রে জেলা স্কাউটসের মাধ্যমে (কমিশনারের সুপারিশে) গ্রুপ তালিকাভুক্ত (Registration) হবে। সকল ক্ষেত্রেই তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করার অধিকারী সংস্থা আঞ্চলিক স্কাউটস। নির্ধারিত ফরমে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে হয়।

সকল স্তরের সংস্থাই তার অধীনস্থ শাখা সংস্থার নির্ধারিত প্রতিনিধি, পদাধিকার বলে মনোনীত সদস্য, সহযোজিত সদস্য এবং গঠন ও নিয়মে বর্ণিত অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত।

সংগঠন

প্রত্যেক আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা স্কাউটস উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ ও তালিকাভুক্তির পর নিজস্ব উপবিধি প্রণয়ন করবে। নিজ নিজ কাউন্সিলে উপবিধি গৃহীত হওয়ার পর তা কার্যকর করার পূর্বে তার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার অনুমোদন নিতে হবে। উপবিধির কোনো ধারা/উপধারা গঠন ও নিয়মের কোনো ধারা/উপধারার পরিপন্থী হতে পারবে না। কোন অসামঞ্জস্য দেখা দিলে তা বাংলাদেশ স্কাউট-এর গঠন ও নিয়ম অনুসারেই সংশোধিত করা হবে।

বিভিন্ন শাখা সংস্থার সদস্যপদ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। বিস্তারিত তথ্যের জন্য 'গঠন ও নিয়ম' (১ম খন্ড) দ্রষ্টব্য।

আঞ্চলিক স্কাউট কাউন্সিল

প্রত্যেক অঞ্চলে একটি কাউন্সিল থাকবে। কাউন্সিলের গঠন নিম্নরূপ-

১। **নির্বাচিত সদস্য** : সহ-সভাপতি, আঞ্চলিক কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক।

২। **পদাধিকার বলে সদস্য** : পৃষ্ঠপোষক, অঞ্চলে নিয়োজিত বাংলাদেশ স্কাউটসের কর্মকর্তা জেলা স্কাউট কমিশনারগণ, জেলা শিক্ষা অফিসারগণ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ, জেলা সম্পাদকগণ, লিডার ট্রেনারগণ, আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ।

৩। **নিয়োগকৃত** : আঞ্চলিক কমিশনার (কাউন্সিলের সুপারিশে), উপ কমিশনারগণ।

৪। **মনোনীত** : জেলা স্কাউটসের মনোনীত একজন করে প্রতিনিধি। কাউন্সিলের মেয়াদ নির্বাচনের তারিখ থেকে তিন বছর।

আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী কমিটি

নিম্নবর্ণিত পদ সমন্বয়ে আঞ্চলিক স্কাউটসের একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে

১) সভাপতি

২) সহ-সভাপতি (অনধিক পাঁচ জন)

৩) আঞ্চলিক কমিশনার

৪) কোষাধ্যক্ষ

৫) আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (অনধিক বারজন)

৬) সম্পাদক

৭) যুগ্ম সম্পাদক
৮) জেলা স্কাউট কমিশনারগণ
৯) উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, স্ব স্ব অঞ্চল
১০) বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, স্ব স্ব বিভাগ
১১) অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের কর্মকর্তা
১২) লিডার ট্রেনারগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত দু'জন প্রতিনিধি
১৩) অঞ্চলের অন্তর্গত জেলাগুলো থেকে আঞ্চলিক কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত দু'জন প্রতিনিধি
১৪) প্রয়োজনবোধে দু'জন সহযোজিত সদস্য।

জেলা কাউন্সিল ঃ-

প্রত্যেক জেলা স্কাউটসের একটি কাউন্সিল থাকবে। এই কাউন্সিলের গঠন নিম্নরূপ হবে

১) সভাপতি
২) সহ-সভাপতি (অনধিক পাঁচ জন)
৩) জেলা কমিশনার
৪) কোষাধ্যক্ষ
৫) সহকারী জেলা কমিশনার
৬) সম্পাদক
৭) যুগ্ম সম্পাদক
৮) জেলা শিক্ষা অফিসার
৯) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
১০) জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের কর্মকর্তা
১১) উপজেলা/থানা কমিশনার ও সম্পাদকগণ
১২) প্রত্যেক উপজেলা/থানা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি।
১৩) জেলার লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনারগণ (কাব ও স্কাউট শাখা)
১৪) জেলা নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য।

নির্বাহী কমিটি :

নিম্নবর্ণিত পদ সমন্বয়ে জেলা স্কাউটসের একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে

১) সভাপতি

২) সহ-সভাপতি (অনধিক পাঁচ জন)

৩) জেলা কমিশনার

৪) কোষাধ্যক্ষ

৫) সহকারী জেলা কমিশনার (অনধিক পাঁচ জন)

৬) সম্পাদক

৭) যুগ্ম সম্পাদক (একজন)

৮) জেলা শিক্ষা অফিসার

৯) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার

১০) এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের কর্মকর্তা

১১) সভাপতি, জেলার আওতাধীন সকল উপজেলা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল উপজেলা)

১২) উপজেলা/থানা কমিশনারগণ

১৩) জেলা স্কাউট লিডার ও জেলা কাব স্কাউট লিডার

১৪) জেলার লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনারগণ (কাব ও স্কাউট শাখা)

উপজেলা/থানা কাউন্সিল

উপজেলা/থানা স্কাউটসের একটি কাউন্সিল থাকবে। এর গঠন নিম্নরূপ হবেঃ-

১) পৃষ্ঠপোষক

২) সভাপতি

৩) সহ-সভাপতি (অনধিক পাঁচ জন)

৪) উপজেলা/থানা কমিশনার

৫) কোষাধ্যক্ষ

৬) উপজেলা/থানা সহকারী কমিশনারগণ (অনধিক সাত জন)

৭) সম্পাদক

৮) সকল লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনার (উপজেলা/থানার আওতাধীন)

৯) সকল ইউনিট লিডার

১০) সকল গ্রুপ/ইউনিট কমিটির সভাপতি
১১) উপজেলা/থানা নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য
১২) জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের কর্মকর্তা।

নির্বাহী কমিটি :

নিম্নবর্ণিত পদ সমন্বয়ে প্রত্যেক উপজেলা/থানা স্কাউটসের একটি নির্বাহী কমিটি থাকবেঃ-

১) সভাপতি
২) সহ-সভাপতি (অনধিক সাত জন)
৩) উপজেলা/থানা কমিশনার
৪) কোষাধ্যক্ষ
৫) উপজেলা/থানা সহকারী কমিশনারগণ (অনধিক সাত জন)
৬) সম্পাদক
৭) যুগ্ম সম্পাদক
৮) উপজেলা/থানা কাব স্কাউট ও স্কাউট লিডার
৯) জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ
১০) উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার
১১) গ্রুপ/ইউনিট সভাপতির মধ্য থেকে চারজন প্রতিনিধি (দু'জন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দু'জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রুপ থেকে)।
১২) উপজেলা/থানার আওতাধীন লিডার ট্রেনার ও সহকারী লিডার ট্রেনারগণ (কাব ও স্কাউট শাখা)
১৩) সহযোজিত সদস্য দু'জন।

দায়িত্ব-কর্তব্য ও কার্যাবলী ঃ

স্কাউট সংগঠনের প্রতিটি শাখা সংস্থা তাদের নির্বাহী কমিটি এবং কমিশনারের মাধ্যমে সংস্থার কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। আঞ্চলিক স্কাউটস, জেলা স্কাউটস ও উপজেলা স্কাউটসের নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব 'গঠন ও নিয়ম' (প্রথম খন্ড) বইয়ে পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। তবে সাধারণভাবে কতগুলো কাজ সকল স্তরের সংস্থাকেই করতে হয়। সেগুলোর কতিপয় নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ-

১) নিজ নিজ এলাকায় স্কাউট আন্দোলনের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা, এর

সম্প্রসারণ ও উন্নতি বিধান করা। তাদের দায়িত্ব পালনে তারা যথাসম্ভব ইউনিট/গ্রুপের কাজের স্বাধীনতা ও উদ্যোগ বজায় রাখবে। প্রতিস্তরই একে অপরের কাজে সহযোগিতা করবে এবং গঠন ও নিয়মের আওতায় নিজ নিজ স্বাধীন উদ্যোগ অক্ষুণ্ন রাখবে এবং অপরের কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে এমনভাবে হস্তক্ষেপ করবে না।

২) গঠন ও নিয়মে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন যেমন- সনদপত্র দ্বারা লিডার নিয়োগ, গ্রুপ তালিকাভুক্ত, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্কাউটিংয়ের প্রচার, প্রসার ঘটানো, অ্যাওয়ার্ড, ডেকোরেশন প্রদান।

৩) সকল প্রকার ব্যাজ মঞ্জুরী (যে স্তরে প্রযোজ্য) এবং ব্যাজ অর্জনের পরীক্ষার জন্য পরীক্ষক নিয়োগ বিশেষ করে প্রগ্রেস, সার্ভিস, শাপলাকাব অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্টস স্কাউট, প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড এবং সবরকম বিশেষ পারদর্শিতা ব্যাজ পাওয়ার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

৪) নিম্ন স্তরের সংস্থার কার্যাবলী পরিদর্শন, তদারক এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সুপারিশ অনুমোদন বা মন্তব্যসহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ।

৫) স্থানীয়ভাবে তহবিলের ব্যবস্থা করা। বিশেষত: কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বা কার্য সম্পাদনের জন্য চাঁদা, অনুদান ফি আদায় বা অন্য কোনো অনুমোদিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা। তহবিল সংগ্রহ এবং অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিধি যাতে লংঘিত না হয় সে বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

৬) সভা, সমাবেশ, প্রশিক্ষণ, ফোরাম, সেমিনার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা।

যেহেতু উপজেলা স্কাউটস সর্বনিম্ন স্বীকৃতি ও অনুমোদন দানকারী সংস্থা, নিম্নে উপজেলা নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী দেয়া হলঃ-

১) স্কাউট আন্দোলনকে সম্প্রসারিত, উন্নীত ও জনপ্রিয় করা;

২) প্রোগ্রাম, ইভেন্ট, কার্যক্রম বাস্তবায়ন, জনসংযোগ ও প্রচারের মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনের প্রতি শিশু কিশোর/কিশোরীদের আকৃষ্ট করা;

৩) নতুন নতুন স্কাউট গ্রুপ/ইউনিট গঠন করে স্কাউটিংয়ের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করা;

৪) স্থানীয় প্রযুক্তি প্রয়োগ করে স্কাউটদের উদ্যোগে সেবামূলক কাজ ও সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;

৫) স্কাউটিংয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা;

৬) স্কাউট ব্যাজ, বই ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা;

৭) সিলেবাস অনুযায়ী স্কাউটদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা;

৮) জেলা স্কাউটসকে সময়মত রেজিস্ট্রেশন ফি পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করা;

৯) সকল সনদপত্র, ডেকোরেশন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সুপারিশ করা;

১০) এলাকাস্থ কাব স্কাউট ও স্কাউট সদস্যদের রেকর্ড সংরক্ষণ;

১১) আইন লঙ্ঘনকারী স্কাউট বা স্কাউটারের বিরুদ্ধে জেলা স্কাউটসের অনুমোদন অথবা নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১২) সকল প্রকার ব্যাজ মঞ্জুরী ও পারদর্শিতা ব্যাজের জন্য পরীক্ষক নিয়োগ করা;

১৩) উপজেলা/থানা স্কাউটস-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;

১৪) বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ করা;

১৫) বিভিন্ন গ্রুপ/ইউনিটের কার্যবিবরণী ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা;

১৬) উপজেলা/থানা স্কাউটসের বার্ষিক/ত্রৈবার্ষিক সভার স্থান, তারিখ, সময় ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করা;

১৭) বিগত বছরের কার্যবিবরণী ও আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব কাউন্সিল সভায় পেশ করা;

১৮) তহবিল বৃদ্ধির জন্য উৎস ও পন্থা উদ্ভাবন এবং নীতি নির্ধারন করা;

১৯) স্কাউট আন্দোলনের উন্নয়নে তালিকাভুক্ত শাখাসমূহের মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা;

২০) কাব স্কাউট, স্কাউট ও স্কাউটারদের বিভিন্ন জেলা, অঞ্চল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, র‍্যালী, ক্যাম্পুরী, কমডেকা, জাম্বুরী ইত্যাদিতে যোগদানের জন্য প্রতিনিধি মনোনয়ন করা;

২১) গঠন ও নিয়ম এবং জেলা, আঞ্চলিক ও নিজস্ব উপবিধি অনুসারে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

অর্থ-ব্যবস্থা, নীতি ও পদ্ধতি :

স্কাউট আন্দোলন একটি স্বেচ্ছা ও সেবামূলক সংগঠন। সুতরাং অর্থ ব্যবস্থাও স্বনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে গ্রুপ পর্যন্ত সকল স্তরের সংগঠন স্থানীয়ভাবে স্বউদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় তহবিল সংগ্রহ করে কর্মসম্পাদন ও সংগঠন পরিচালনা করবে।

সংগঠন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও সংস্থাপন ব্যয় নির্বাহের জন্য সাধারণত রেজিস্ট্রেশন/সদস্য ফি সংগ্রহ, ফি আদায় এবং অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে স্কাউট সংস্থার তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়। স্কাউট সামগ্রী প্রস্তুত করে তা বিধি মোতাবেক বিক্রয়ের মাধ্যমেও তহবিল সংগ্রহ করা যায়।

সদস্য/রেজিস্ট্রেশন ফি :

ক) দল/গ্রুপের পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল পোশাকধারী স্কাউট ও স্কাউটারকে যথাক্রমে বার্ষিক পাঁচ টাকা ও দশ টাকা হারে সদস্য ফি দিতে হবে।

খ) উপজেলা কমিশনার ও সহকারী কমিশনারগণ নিজ নিজ সংগঠনে ৫০.০০ টাকা হারে সদস্য ফি দিবেন এবং জেলা কমিশনার ও সহকারী কমিশনারগণ নিজ নিজ সংগঠনে ১০০.০০ টাকা হারে সদস্য ফি দিবেন।

গ) আঞ্চলিক কমিশনার ও আঞ্চলিক উপ-কমিশনারগণ নিজ নিজ সংগঠনে ১৫০.০০ টাকা হারে সদস্য ফি দিবেন।

ঘ) জাতীয় উপ-কমিশনারগণ ২০০.০০ টাকা, জাতীয় কমিশনারগণ ৩০০.০০ টাকা হারে সদস্য ফি দিবেন এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার ৫০০.০০ টাকা সদস্য ফি দিবেন।

ঙ) প্রত্যেক গ্রুপ/দল তার নিয়ন্ত্রণকারী উপজেলা স্কাউটসকে বার্ষিক ১০০.০০ টাকা হারে রেজিস্ট্রেশন ফি দিবে।

চ) প্রত্যেক উপজেলা স্কাউট নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণকারী জেলা স্কাউটসকে বার্ষিক ২০০.০০ টাকা হারে রেজিস্ট্রেশন ফি দিবে।

ছ) প্রত্যেক জেলা স্কাউট নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণকারী আঞ্চলিক স্কাউটসকে বার্ষিক ৪০০.০০ টাকা হারে রেজিস্ট্রেশন ফি দিবে।

জ) প্রত্যেক অঞ্চল বার্ষিক ১০০০.০০ টাকা হারে জাতীয় সদর দফতরে রেজিস্ট্রেশন ফি দিবে।

ঝ) প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে উপজেলা রেজিস্ট্রেশন ফি আদায়

করে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জেলাকে প্রদান করবে, জেলা ২৫ মার্চের মধ্যে জাতীয় সদর দফতরে রেজিস্ট্রেশন ফি পরিশোধ করবে।

ঞ) জাতীয় সদর দফতর যথাসময়ে বিশ্ব স্কাউট সংস্থায় তার নির্ধারিত বার্ষিক সদস্য ফি পরিশোধ করবে।

ট) নির্ধারিত সময়ে সদস্য ফি ও রেজিস্ট্রেশন ফি পরিশোধ না করলে উপজেলা স্কাউটস জেলায়, জেলা স্কাউটস অঞ্চলে এবং আঞ্চলিক স্কাউটস জাতীয় কাউন্সিল ও জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব হারাবে। সদস্য ফি ও রেজিস্ট্রেশন ফি'র হার সময় ও প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তনযোগ্য।

আর্থিক পদ্ধতি :

ক) দল/গ্রুপ, উপজেলা স্কাউটস, জেলা স্কাউটস ও আঞ্চলিক স্কাউটসগুলি তাদের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য স্থানীয়ভাবে অর্থ সংস্থান করবে।

খ) দল/গ্রুপ, উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক স্কাউটসগুলি কেবলমাত্র তাদের নিজ নিজ স্কাউট কমিশনারের অনুমোদনক্রমে উপজেলা, জেলা অঞ্চল বা জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্যের আবেদন করতে পারবে।

গ) কোনো স্কাউট, ব্যক্তি বা সংস্থার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শর্তহীন অনুদান ও সাহায্য গ্রহণ করা যাবে।

ঘ) স্কাউটেরা মেহনতের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করবে- সাহায্য চাইবে না। এ জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবকাশকালে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উপার্জন সপ্তাহ পালন করতে পারবে।

ঙ) প্রত্যেক পর্যায়ে কোষাধ্যক্ষ সংগঠনের পক্ষ থেকে সকল প্রকার টাকা পয়সা গ্রহণ করবেন। কোন স্কাউটার বা অন্য কোনো সদস্য ব্যক্তিগতভাবে কোনো টাকা পয়সা গ্রহণ করতে পারবেন না। আদায়কৃত সমস্ত অর্থ সংগঠনের নামে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং এই তহবিল পরিচালনার জন্য সংগঠনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে বা উপবিধি অনুসারে স্থায়ী অগ্রিমের ব্যবস্থা থাকলে তা থেকে সংগঠনের কাজে খরচ করা যাবে। স্কাউটস-এর দায় ও সম্পদের বিবরণ পূর্ববর্তী বছরে আয় ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব সংশ্লিষ্ট সংস্থার বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশ করতে হবে।

সম্পদ :

জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা বা স্কাউট গ্রুপের সকল সম্পদ ও সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্বাহী কমিটির হেফাজতে থাকবে।

যদি কোনো গ্রুপ/দলের কার্যক্রম বন্ধের কারণে অস্তিত্ব বিহীন হয়ে পড়ে, তবে এর সকল প্রকার নিজস্ব স্থায়ী ও অস্থায়ী দায় ও সম্পদ সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্কাউটসের উপর বর্তাবে। যদি কোনো উপজেলা বা জেলা স্কাউটস একই রকম ভাবে অচলাবস্থায় এসে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে তবে ঐ সব সংস্থার দায় সম্পদের (স্থায়ী ও অস্থায়ী) দায়িত্ব ও মালিকানা যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক স্কাউটস এর উপর বর্তাবে। অনুরূপভাবে যদি কোনো আঞ্চলিক স্কাউট অচল হয়ে পড়ে এবং অস্তিত্ববিহীন হয় তবে ঐ আঞ্চলিক স্কাউটসের সকল প্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পত্তি, সম্পদ ও দায় বাংলাদেশ স্কাউটসের উপর বর্তাবে। অতএব এভাবে স্কাউটসের সকল প্রকার সম্পদ ও সম্পত্তির প্রকৃত মালিক বাংলাদেশ স্কাউটস (এর ভোগ দখলকারী যে পর্যায়ের সংগঠনই হোক বা বাংলাদেশের যেখানেই তা অবস্থিত হোক না কেন।)

উপবিধি :

বাংলাদেশ স্কাউটস এর 'গঠন ও নিয়ম' এবং সাংবিধানিক দলিল। দেশে স্কাউট সংক্রান্ত সকল স্তরের সর্বপ্রকার বিধি-বিধান, নীতি, পদ্ধতি সব কিছুর উৎস এই 'গঠন ও নিয়ম'। কিন্তু 'গঠন ও নিয়মে' সকল স্তরের সকল প্রকার কাজকর্ম সম্পাদন ও পরিস্থিতি, সমস্যা ইত্যাদির সমাধান বিস্তারিত নেই।

তাই নিজ নিজ এলাকার পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন মিটাবার জন্য প্রত্যেক স্তরে নিজস্ব উপবিধি থাকা দরকার। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রণীত উপবিধি সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত এবং 'গঠন ও নিয়মের' বিধান মোতাবেক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

উপবিধির কোনো ধারা বা উপধারা 'গঠন ও নিয়মের' কোনো ধারা বা উপধারার পরিপন্থী হতে পারবে না।

অ্যাওয়ার্ড ও ডেকোরেশন :

স্কাউট পোশাক 'গঠন ও নিয়ম' তফসিল-এক বর্ণিত ব্যাজ ও পদক ছাড়া অন্য কোন কিছু পরা যাবে না। তবে বিশেষ কোন স্কাউট অনুষ্ঠানে বিদেশী স্কাউট সংগঠনের বা বিশ্ব স্কাউট সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পদক ও ডেকোরেশন স্কাউট পোশাকের সাথে পরা যেতে পারে।

যেহেতু 'গঠন ও নিয়ম' তফসিল- এক পুস্তিকায় স্কাউট পোশাক, ব্যাজ, অ্যাওয়ার্ড, পতাকা, পদক ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত নিয়মাবলীর বর্ণনা দেয়া আছে সেহেতু 'গঠন ও নিয়ম' তফসিল- এক বইটি সংগ্রহ করে তা অবলোকন করা প্রয়োজন।

স্কাউটদের জন্য বিশেষ বিশেষ অ্যাওয়ার্ড হলো সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড, শাপলা, কাব অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড এবং প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড।

বয়স্ক লিডারগণের বিশেষ বিশেষ অ্যাওয়ার্ড হলো সার্টিফিকেট, মেডেল অব মেরিট, বার টু দি মেডেল অব মেরিট, লং সার্ভিস ডেকোরেশন, লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, সিএনসিস অ্যাওয়ার্ড, সভাপতির অ্যাওয়ার্ড, রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ড এবং রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ড। তাছাড়াও ওয়ার্ল্ড ব্রাদারহুড ব্যাজ, বিভিন্ন রেপলিকা, অঞ্চলের ব্যাজ ইত্যাদিও স্কাউট পোশাকে নির্ধারিত স্থানে পরা যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

স্কাউট গ্রুপ ঃ

গ্রুপ কমিটি আন্দোলনে একটি অতি পরিচিত ও প্রয়োজনীয় শব্দ। আসলে স্কাউটিংয়ের প্রকৃত প্রোগ্রাম ও কার্যাবলী গ্রুপকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

গ্রুপের সমষ্টি উপজেলা, উপজেলার সমষ্টি জেলা, জেলার সমষ্টি অঞ্চল, আর অঞ্চলের সমষ্টি বাংলাদেশ স্কাউটস। স্কাউটিংয়ের গোড়ায় রয়েছে গ্রুপ। গোড়া মজবুত হলে পুরো কাঠামোই মজবুত হয়। সুতরাং গ্রুপ সক্রিয় হলে গোটা আন্দোলন সক্রিয় হতে বাধ্য।

গঠন ঃ

একটি কাব স্কাউট ইউনিট, একটি স্কাউট ইউনিট ও একটি রোভার স্কাউট ইউনিট সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্কাউট গ্রুপ গঠিত হবে। সাধারণত বিভিন্ন শাখার ইউনিট নিয়ে একটি স্কাউট গ্রুপ তৈরি করা হয়। এতে কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট এই তিন শাখার ইউনিট থাকে। যেমন বিভিন্ন শ্রেণী নিয়ে বিদ্যালয় তেমনি বিভিন্ন ইউনিট নিয়ে গ্রুপ।

বাংলাদেশে রোভার অঞ্চল পৃথক হওয়ায় প্রশাসনিক বিভাগ ভিত্তিক অঞ্চলসমূহে শুধুমাত্র কাব ও স্কাউট এই দুটি শাখার ইউনিট নিয়ে স্কাউট গ্রুপ রয়েছে। আবার যে সব উচ্চ বিদ্যালয়ে কাব বয়সী ছেলে নেই সেখানে কেবলমাত্র এক বা একাধিক স্কাউট ইউনিট নিয়েও গ্রুপ গঠিত হতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বা একাধিক কাব ইউনিট নিয়ে গ্রুপ গঠিত হয়।

গ্রুপের প্রকৃতি ঃ

গ্রুপ দু'রকম হতে পারে

ক) নিয়ন্ত্রিত গ্রুপ

খ) মুক্ত গ্রুপ

অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের আওতায় ও নিয়ন্ত্রণে যেসব গ্রুপ গঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত গ্রুপ বলা হয়। নিয়ন্ত্রিত গ্রুপে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বালক-বালিকা ছাড়া অন্য কোনো বালক-বালিকা যোগ দিতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত গ্রুপে প্রতিষ্ঠান প্রধান গ্রুপের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ।

নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের এলাকার বাইরে কোনো পাড়া, গ্রাম বা মহল্লায় মুক্ত স্কাউট গ্রুপ গঠিত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের লিখিত অনুমতি নিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্র-ছাত্রী মুক্ত স্কাউট গ্রুপে ভর্তি হতে পারে।

মুক্ত স্কাউট গ্রুপের ক্ষেত্রে গ্রুপ কাউন্সিল /গ্রুপ কমিটির সভাপতি ঐ গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হবেন। মুক্ত স্কাউট গ্রুপ গঠন করতে হলে একটি দায়িত্বশীল গ্রুপ কমিটি অবশ্যই থাকতে হবে।

বালিকা বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে কেবল মাত্র বালিকাদের নিয়েও গ্রুপ গঠিত হতে পারে। তারা গার্ল-ইন-স্কাউটিংয়ের আওতায় পড়বে।

গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

(ক) গ্রুপ স্কাউটারদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতা দান;

(খ) বাংলাদেশ স্কাউটসের 'গঠন ও নিয়ম' মোতাবেক নিজ নিজ স্কাউট গ্রুপের মান বজায় রাখা;

(গ) স্কাউট প্রোগ্রাম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিং উপকরণ ও গ্রুপ ডেনের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) স্কাউট কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(ঙ) স্কাউটিংয়ে বিভিন্ন শাখা ইউনিটের কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কাউটার ও ইনস্ট্রাক্টর মনোনয়ন এবং তাদের যথাযথ ট্রেনিং প্রদান নিশ্চিত করা;

(চ) বিধি মোতাবেক গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে মঞ্জুরী লাভ ও নবায়ন করা;

(ছ) স্কাউটারদের সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(জ) স্কাউট গ্রুপের সম্পদ ও তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা;

(ঝ) গ্রুপের স্কাউট কার্যক্রমের ওপর ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।

গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন :

নতুন স্কাউট গ্রুপ বা তার শাখা ইউনিট গঠিত হওয়ার সাথে সাথে দায়িত্ব প্রাপ্ত

স্কাউটার নির্ধারিত ফরমে চার কপি আবেদনপত্র রেজিস্ট্রেশন ফি সহ উপজেলা স্কাউটসে পাঠাবেন। শর্তপূরণ সাপেক্ষে উপজেলা স্কাউটস তাদের সুপারিশসহ জেলা স্কাউটসের মাধ্যমে তিন কপি ফরম আঞ্চলিক স্কাউটসে পাঠাবে। সুপারিশ গৃহিত হলে আঞ্চলিক স্কাউট চার্টার মঞ্জুর করে গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন দিবে।

এভাবে রেজিস্ট্রিকৃত স্কাউট গ্রুপ/দল বাংলাদেশ স্কাউটসের অনুমোদিত স্কাউট দল বলে স্বীকৃত হবে। অনুমোদনবিহীন স্কাউট গ্রুপের কোনো সদস্য স্কাউট পোশাক ও ব্যাজ পরতে পারবে না এবং কোনো স্কাউট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপজেলা স্কাউটসের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না হলে তার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশোধন করে পুনরায় দাখিলের জন্য ফরম ফেরত দিতে হবে।

গ্রুপ রেজিট্রেশনের মেয়াদ চার্টার প্রদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিধি মোতাবেক প্রতি ক্যালেন্ডার বর্ষে নিয়মিত নির্ধারিত ফরমে পরিসংখ্যান ও ফি জমা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করতে হয়। গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য "গঠন ও নিয়মে" উল্লেখ আছে।

গ্রুপ কমিটি :

সকল প্রকার গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য একটি গ্রুপ কমিটি অত্যাবশ্যক। সভাপতি/নিয়ন্ত্রকারী, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, গ্রুপ স্কাউট লিডার, শাখা স্কাউট লিডারগণ ও নির্বাচিত সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে গ্রুপ কমিটি গঠিত হয়। নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং মুক্ত দলের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্মানিত কোন ব্যক্তি গ্রুপের সভাপতি হবেন। বিশেষত: যে সব মুক্ত গ্রুপ চাঁদা ও অনুদানের উপর নির্ভরশীল ঐসব গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ ও সম্পত্তি হেফাজতের জন্য অভিভাবক, এলাকাস্থ কোনো স্কাউটার প্রতিনিধি এবং অন্যান্য স্কাউট দরদী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি দায়িত্বশীল গ্রুপ কমিটি অবশ্যই থাকতে হবে।

গ্রুপ কমিটির দায়িত্ব হবে গ্রুপ স্কাউটারের জন্য সঠিক ভাবে গ্রুপ পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সহায়তাদান। তহবিলের যোগদান দেয়া, গ্রুপ কার্যক্রমের প্রচার ও গ্রুপ ডেনের ব্যবস্থা করা। শিবিরানুষ্ঠান, গ্রুপ সদস্যদের নিয়োগ ইত্যাদি কাজও কমিটির দায়িত্ব। গ্রুপ স্কাউটার গ্রুপ কমিটির সদস্য থাকবেন।

প্রত্যেক গ্রুপে যাতে একটি দায়িত্বশীল গ্রুপ কমিটি থাকে উপজেলা কমিশনার বা বিশেষ অঞ্চলের ক্ষেত্রে জেলা কমিশনার তা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সনদ, পরিসংখ্যান ও ফি

সনদপত্র :

সকল স্তরের কমিশনার এবং নেতাগণ (ইউনিট লিডার, গ্রুপ স্কাউটার, উপজেলা কাব লিডার, উপজেলা স্কাউট লিডার, জেলা কাব লিডার, জেলা স্কাউট লিডার, জেলা রোভার লিডার) গঠন ও নিয়মে বর্ণিত বিধান মোতাবেক সনদ লাভের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নিম্নে নিয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-

ক্রমিক	পদ	সুপারিশকারী/মনোনয়ন দানকারী	নিয়োগ কর্তৃপক্ষ (সনদ প্রদানের মাধ্যমে)
১।	প্রধান জাতীয় কমিশনার	জাতীয় কাউন্সিল (ত্রৈবার্ষিক সভায়)	চীফ স্কাউট
২।	জাতীয় কমিশনার	প্রধান জাতীয় কমিশনার	চীফ স্কাউট
৩।	জাতীয় উপ-কমিশনার	জাতীয় কমিশনার	প্রধান জাতীয় কমিশনার
৪।	আঞ্চলিক কমিশনার	আঞ্চলিক কাউন্সিল (ত্রৈবার্ষিক সভায়)	প্রধান জাতীয় কমিশনার ও চীফ স্কাউট
৫।	আঞ্চলিক উপ-কমিশনার	আঞ্চলিক কমিশনার	প্রধান জাতীয় কমিশনার
৬।	জেলা কমিশনার	জেলা কাউন্সিল (ত্রৈবার্ষিক সভায়)	আঞ্চলিক কমিশনার ও প্রধান জাতীয় কমিশনার
৭।	সহকারী জেলা কমিশনার	জেলা কমিশনার	জেলা কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিশনার
৮।	উপজেলা কমিশনার	উপজেলা কাউন্সিল (ত্রৈবার্ষিক সভায়)	জেলা কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিশনার
৯।	সহঃ উপজেলা কমিশনার	উপজেলা কমিশনার	জেলা কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিশনার
১০।	জেলা স্কাউট লিডার (তিন শাখার জন্য পৃথকভাবে)	জেলা কমিশনার	জেলা কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিশনার
১১।	উপজেলা স্কাউট লিডার (তিন শাখার জন্য পৃথকভাবে)	উপজেলা কমিশনার	জেলা কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিশনার
১২।	গ্রুপ স্কাউট লিডার এবং ইউনিট লিডার	উপজেলা কমিশনার (বিশেষ অঞ্চলে জেলা কমিশনার)	জেলা কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিশনার

একই ব্যক্তি এক সঙ্গে একাধিক সনদপত্র অথবা সনদযোগ্য পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে সনদপত্র নবায়ন করতে হয়। সনদপত্র নবায়ন সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও জাতীয় কার্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। [সনদপত্র সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি 'গঠন ও নিয়মের' ২৩৭-২৪৩ ধারা দ্রষ্টব্য]

পরিসংখ্যান :

সংগঠনের সঠিক পরিচালনা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রতিটি স্তরে বার্ষিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক। দল থেকে শুরু করে গ্রুপ, উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় কার্যালয় সকলকে পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন দফতরে তা নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত ফিসহ দাখিল করতে হয়। সাধারণত প্রতিবছর রেজিস্ট্রেশন নবায়নের সময় বার্ষিক পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হয়। বার্ষিক পরিসংখ্যান ও ফি সংগ্রহ ও দাখিলের পদ্ধতি, সময় ইত্যাদি বিস্তারিত বিষয় গঠন ও নিয়মের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিদর্শন

সকল স্তরের কমিশনার বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ের এবং বিশেষ অঞ্চলের জেলা পর্যায়ের কমিশনারদের জন্য সংশ্লিষ্ট স্কাউট গ্রুপ দল পরিদর্শক হিসেবে নয়, বরং ইউনিট লিডারের বন্ধু, সাহায্যকারী, পরামর্শদাতা হিসাবে দল পরিদর্শন করা প্রয়োজন- যাতে ইউনিট লিডার মনে করেন যে, কেবলমাত্র তাঁরাই ভবিষ্যতের সুনাগরিক গঠনের দায়িত্বে নিয়োজিত নন বরং আরো লোকজন তাদের সাথী ও সহকর্মী হিসেবে আছেন।

দল পরিদর্শনের সময় কমিশনারকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতি নজর রাখতে হবে :

কাব দল পরিদর্শন

১) দলের পরিবেশ সুস্থ সুন্দর কিনা? ছেলে-মেয়েরা কৌতুক ও আনন্দ পায় কিনা? তারা প্যাক মিটিং ও আন্তরিকতার সাথে ও নিয়মিত উপস্থিত থাকে কি না? কাব লিডারের সাথে তাদের সম্পর্ক সহজ ও হৃদ্যতাপূর্ণ কিনা?

২) দলের নিয়মানুবতির্তা কিরূপ? ছেলে-মেয়েরা দল ও নিয়মের প্রতি অনুগত কিনা? অনুষ্ঠানাদিতে তারা শৃঙ্খলা বজায় রাখে কিনা?

৩) ইউনিট লিডারের সাধারণ মনোভাব কিরূপ? তিনি দলের প্রতিটি বালক-বালিকার ব্যক্তিগত খোজ খবর রাখেন কিনা এবং তাদের রুচি সম্পর্কে অবহিত কিনা? ছেলেদের নিজের সামর্থ রুচি ও চাহিদা মোতাবেক কিছু করতে দেয়া হয় কিনা? অথবা তারা সকলে একই সঙ্গে একই কাজ করে কিনা? আপন পছন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের কিছু করতে দেয়া হয় কি না?

৪) ছেলে-মেয়েদের কল্পনা প্রবণ ও সৃষ্টিধর্মী মনের চাহিদা কিভাবে পূরণ করা হয়? তারা কি কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে অভিনয় বা খেলা করে? ইউনিট লিডার কি তাদের সাথে খেলায় অংশ নেন? দলটি কি ধরনের সৎকাজ করে থাকে? তাদের নিজস্ব কার্যাবলী নিজ পরিকল্পনা মোতাবেক আছে কি? তারা কি মনে করে যে ইউনিট লিডার তাদের জন্য চিন্তা ভাবনা করেন?

৫) কমিশনারকে কি তারা অতিথি বা পরিদর্শক কর্মকর্তা মনে করেন? তিনি কি দলে গিয়ে নিজেকে সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারেন? দলের সদস্যগণ কি কেবল ঐ পরিদর্শনের জন্য আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করে, না সব সময় ঐ সব শিষ্টাচার ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে?

৬) পরিদর্শক কমিশনার হিসাবে আপনি কাব দলটিকে নিম্নরূপে সাহায্য করতে পারেনঃ-

ক) অন্যান্য স্থানের বা দলের ঘটনা/কার্যাবলী বা নতুন গল্প শুনিয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন।

খ) তাদের কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের জন্য যুক্তি সহকারে পরামর্শ দিতে পারেন।

গ) দল পরিদর্শনের পূর্বে কাব লিডারকে তার কোনো জরুরী প্রয়োজন থাকলে সে বিষয়ে আপনাকে অবহিত করতে বলতে পারেন।

ঘ) দলের প্রোগ্রাম ও অন্যান্য বিষয়ে অগ্রিম প্রশ্নপত্র প্রেরণ করতে পারেন।

ঙ) দলের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করে প্রয়োজনমত আপনার কাছে সাহায্য সহযোগিতা লাভের আশ্বাস দিতে পারেন।

চ) সময় সুযোগ পেলেই প্যাক মিটিং এ যোগ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। দলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বিষয়ে বেশি করে অবহিত হলে তারা আপনাকে আরো আপন মনে করতে পারে।

স্কাউট গ্রুপ পরিদর্শনের সময় যে সব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে

১। দলের পরিবেশ সুস্থ সুন্দর কিনা? দলের সদস্যদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ও উৎসাহ আছে কি না? তারা পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করতে আগ্রহী কিনা? গ্রুপ কমিটি কার্যকর কিনা?

২। দলে উপদল পদ্ধতি কার্যকর কিনা? নিজ নিজ উপদলের প্যাট্রল কর্ণারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হয় কিনা? আদেশ নির্দেশ উপদল নেতার মাধ্যমে জারী হয় কিনা? উপদল পদ্ধতিতে কাজ করা এবং ট্রুপ মিটিং এ মিলিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় আছে কিনা এবং তা বাস্তবায়ন হয় কি না?

৩। উপদল নেতা পরিষদ বিশেষ করে কোর্ট অব অনার কোন দিন কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়?

৪। নিয়মানুবর্তিতা ঠিক আছে কিনা? ছেলে-মেয়েরা কি শিষ্টাচারী? তাদের উপস্থিতি কি নিয়মিত?

৫। সাধারণভাবে তারা চৌকষ কিনা এবং স্কাউট পোশাক পরিধানে পরিপাটি কিনা?

৬। কদম মিলানো ও সালামের মান কেমন?

৭। কতজন সদস্য সার্ভিস তারকা পরে? যদি দলে প্রগ্রেস ও সার্ভিস ব্যাজ পাশ স্কাউট না থাকে এবং ঠিকমত ক্রমোন্নতি না হয় তবে তার কারণ নির্ণয় করুন।

৮। পরবর্তী সময়ে পরিদর্শনের ফল স্বরূপ কোনো উন্নতি হয়েছে কিনা?

৯। দলের রেজিস্ট্রেশন ঠিক আছে কিনা এবং ইউনিট লিডার সনদ পেয়েছে কিনা?

১০। ইউনিট লিডার অ্যাডভান্স কোর্স সম্পন্ন করেছেন কিনা বা উডব্যাজ অর্জন করেছেন কিনা?

আপনার জন্য বড় এবং মহৎ কাজ :

ক) স্কাউটদের নিজ নিজ প্যাট্রল কর্ণার দেখুন।

খ) তাদের সাথে আলাপ করুন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন।

গ) তাদের জন্য উৎসাহ ব্যাঞ্জক কিছু বলুন এবং তাদের কোনো খেলা দেন বা গল্প শোনান।

ঘ) আগেই জেনে নিন ইউনিট লিডার আপনার কাছ থেকে বিশেষ কিছু শুনাতে বা বলাতে চান কিনা।

ঙ) তাদের কোনো বিষয়ে সমালোচনা করার দরকার হলে ভাল জিনিস এবং সুনীতির উপর গুরুত্বারোপ করুন।

চ) দল পরিদর্শনের আগে নিজের ইউনিফর্ম সম্পর্কে সতর্ক হউন।

ছ) আপনার মন্তব্য ইউনিট লিডারের মাধ্যমে প্রকাশ করুন।

জ) দলের নথিপত্র/রেজিস্টার ইত্যাদি দেখা দরকার।

একটি স্কাউট গ্রুপের যা থাকা দরকার :

১। স্কাউট ডেন : যেখানে স্কাউটেরা গ্রুপের মালামাল রাখতে পারে ও সাময়িক সভায় মিলিত হতে পারে।

২। প্যাট্রল কর্ণার : যেখানে উপদলের মালামাল ও কাগজপত্র, প্যাট্রল বাক্স থাকে।

৩। গ্রুপের পতাকা, পতাকা দন্ড

৪। নোটিশ বোর্ড

৫। প্রাথমিক প্রতিবিধান বাক্স ও স্ট্রেচার
৬। সিগনালিং পতাকা
৭। গান ও খেলার নোট বই, গঠন ও নিয়ম, কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট বই।
৮। হাজিরা খাতা
৯। হিসাবের খাতা
১০। মওজুদ খাতা
১১। কম্পাস
১২। উপদল নেতা সভার (কোর্ট অব অনার) কার্যবিবরণী বই
১৩। ব্যক্তিগত উন্নতির রেকর্ড
১৪। লগ বই
১৫। পরিদর্শন বই
১৬। পত্র যোগাযোগ নথি ও ইস্যু বই
১৭। বিভিন্ন নথি।

পরিদর্শনের পর ইউনিট লিডারদের সাথে ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে দলের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ দান করা ভাল। পরে বাড়ি ফিরে প্রশংসাসূচক পত্র পাঠালে তারা খুশি হবেন। পরিদর্শন সম্পর্কে একটি নথি সংরক্ষণ করলে পরবর্তী পর্যায়ে কার্যকর পরিদর্শনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। গ্রুপ পরিদর্শনের জন্য একটি নমুনা ফরম বইয়ে সংযুক্ত করা হল। এটাকে দরকার মত রদবদল ও সংশোধনপূর্বক ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোভার দল পরিদর্শন

রোভার দল পরিদর্শনকালে কমিশনার তাদের বন্ধু হিসেবে তাদের প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে উৎসাহিত করবেন। তিনি নতুন নতুন ধ্যান ধারণা দিয়ে তাদের সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত করবেন। রোভারদের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরামর্শে দেবেন। তাদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য উপজেলা, জেলা, অঞ্চল এমনকি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাহী কমিটি, উপকমিটি, টাস্কফোর্স ইত্যাদিতে অবদান রাখার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দেবেন।

উপজেলা ও জেলা কমিশনারগণ শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড এবং প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের ক্ষেত্রে ইউনিট লিডারগণকে অনুপ্রাণিত করবেন।

সপ্তম অধ্যায়

তাঁবুবাস ও সমাবেশ

তাঁবুবাসের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন স্কাউটিংয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। তাঁবুবাসের জ্ঞানের মাধ্যমে স্কাউটেরা কৌতুক, অভিযান আনন্দ উপভোগ এবং স্বাস্থ্যোন্নতির সুযোগ লাভ করে। স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি অন্যতম কার্যকর পন্থা। প্রত্যেক স্কাউটকে তাঁবুবাসের জন্য বাইরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করা অবশ্যই দরকার। অনেক দলকেই তাঁবুবাসের জন্য উৎসাহিত ও সাহায্য করা প্রয়োজন।

তাঁবু বাসের অনুমতি প্রদানের পূর্বে কমিশনারকে নানা বিষয় বিবেচনা করে দেখতে হয়। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল ইউনিট লিডারের তাবু বাস সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কেও কমিশনারকে নিশ্চিত হতে হবে :

১) স্কাউটদের অভিভাবকদের লিখিত সম্মতি।

২) তাঁবু বাসের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন খারাপ আবহাওয়ায় বিকল্প ব্যবস্থাসহ।

৩) কমপক্ষে দুজন বয়স্ক সাহায্যকারী সঙ্গে থাকতে হবে।

৪) প্রয়োজনীয় খাদ্য ব্যবস্থা।

৫) পরিবহন ব্যবস্থা।

৬) পূর্ব পরিকল্পিত কর্মসূচি খারাপ আবহাওয়ায় বিকল্প ব্যবস্থাসহ।

৭) নিয়ন্ত্রিত দলের বেলায় প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং মুক্ত দলের বেলায় দল কমিটির সভাপতির অনুমতি।

৮) অনুমোদিত বাজেট ও অর্থ সংস্থান।

৯) স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

নতুন দলের জন্য প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র একদিনের তাবু বাসের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তাঁবুবাস শেষে দলনেতাকে খরচের খতিয়ানসহ কার্যাবলী এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিবরণ দিয়ে লিখিত রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তাঁর নিজের এলাকায় অনুষ্ঠিত তাঁবু বাসসমূহ কমিশনারের পরিদর্শন করা উচিত।

কাবদের মুক্ত অঙ্গনে তাবুতে বাস করে তাঁবুবাসের অনুমতি দেয়া যায় না। কোনো অবস্থায়ই কাব এবং স্কাউটদের একত্রে শিবিরানুষ্ঠানে অনুমতি দেয়া যাবে না।

যদি নিজ এলাকার বাইরে কোনো দল তাবু বাস করতে চায় তবে কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিশনার প্রস্তাবিত এলাকার কমিশনারকে লিখিতভাবে বিস্তারিত বিষয় অবহিত করবেন। ঐ অবস্থায় তাবু বাসের বিস্তারিত কর্মসূচি উভয় কমিশনারের নিকট স্কাউট নেতাকে লিখিতভাবে দাখিল করতে হবে।

কমিশনার কর্তৃক তাঁবুবাসের অনুমতি দেয়ার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচ্য :

ক) যে সব কাব তারা ব্যাজ অর্জন করেনি তাদের বাইরে তাবুবাসের অনুমতি দেয়া যাবে না। কাবেরা কেবল ভবনে বাস করবে, তাঁবুতে নয়। কাবদের অভিভাবকগণও তাবুবাস পরিদর্শন করতে পারবেন।

খ) **সাধারণত** : প্রত্যেক উপদলের দায়িত্বে একজন বয়স্ক লিডারকে স্কাউটদের সাথে থাকতে হবে। কোনো অবস্থায়ই তাবুবাস পরিচালনায় দু'জন স্কাউট লিডারের কম থাকা চলবে না।

গ) যে সব ইউনিট লিডারের তাঁবুবাসের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই বা তাবু বাসের ব্যাপারে যাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষজনক কাজের পূর্ব অভিযোগ রয়েছে তারা তাঁবুবাসে যোগদান করতে চাইলে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কমিশনারের পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন হবে। তাদের হাতে স্কাউটদের তাঁবুবাসের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে পারলেই কেবল কমিশনার অনুমতি দিবেন।

ঘ) স্কাউটদের অভিভাবকগণও তাঁবুবাস এলাকা পরিদর্শন করতে পারবেন।

সমাবেশ ঃ

স্কাউটদের সমাবেশকে বলা হয় স্কাউট সমাবেশ বা র‍্যালী আর কাবদের সমাবেশকে বলা হয় ক্যাম্পুরী। বড় ধরনের কাব সমাবেশকেও ক্যাম্পুরী, স্কাউটদের সমাবেশ জাম্বুরী এবং রোভারদের সমাবেশকে মুট বলা হয়। সমাবেশ স্কাউটদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যক্রম। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেমনঃ-

১) একটা সাধারণ পরিবেশে মেলামেশার সুযোগ লাভ, নতুন বন্ধুত্ব সৃষ্টি, পুরাতন সখ্যতা নবায়ন এবং বৃহত্তর দলের সাথে মিলে স্কাউট কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ।

২) স্কাউট কলাকৌশলে নিজ দক্ষতা প্রদর্শন এবং পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ।

৩) বিশেষ কোনো ঘটনা বা দিবস পালন-যথা স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বিপি দিবস ইত্যাদি।

এই সমাবেশ উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৃহৎ স্কাউট সমাবেশকে জাম্বুরী এবং মুট বলা হয়।

এই ধরনের সমাবেশ আয়োজনের সময় কমিশনারকে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবেঃ-

ক) প্রোগ্রাম হবে ছেলে-মেয়েদের জন্য এবং তাদের আমোদ-প্রমোদ ও শিক্ষা হবে মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। এটা কোনোক্রমেই বয়স্ক লিডারদের প্রদর্শনীতে যেন পরিণত না হয়।

খ) প্রোগ্রাম এমন হবে যাতে স্কাউটিংয়ের মূল্যবোধ ও অর্থ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

গ) উপদল পদ্ধতি এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ঘ) স্কাউট দলের নিয়মিত কর্মসূচি ও কার্যাবলীই অভিভাবক এবং জনগণের নিকট সর্বাপেক্ষা কার্যকর প্রোগ্রাম হবে।

তাঁবুবাসের ও সমাবেশ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কমিশনারের আরো দায়িত্ব হলঃ-

১) স্কাউট ও বয়স্ক লিডার এক সাথে বসে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করা।

২) অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন ও পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩) প্রয়োজনবোধে অন্যদেরকে কাজের দায়িত্ব প্রদান।

৪) দেখতে হবে যেন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি এর নিজস্ব গুণেই সম্পাদিত হতে পারে।

৫) স্কাউট ও বয়স্ক লিডার দ্বারা অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন।

৬) সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিকল্পনা ও অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত রাখা।

৭) অনুষ্ঠান শেষে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন।

৮) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাংবাদিক, অভিভাবকদেরকে সম্পৃক্ত করা।

অষ্টম অধ্যায়

নৌ, এয়ার ও প্রতিবন্ধী স্কাউট

নৌ কুশলী ও বিমান কুশলী রোমাঞ্চকর অভিলাস এবং অভিযান। ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু স্কাউটের আগ্রহ অনুযায়ী নৌ ও এয়ার স্কাউটিংয়ের বিশেষ শাখা প্রবর্তন করা হয়। ঐ ধরনের স্কাউটকে স্কাউটিংয়ের সাধারণ ও মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নৌ বিজ্ঞান ও বিমান বিজ্ঞানে নির্ধারিত সিলেবাস অনুসারে বিভিন্ন কলা কৌশলে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী অভিলাষ পূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

সাধারণত : নৌ স্কাউটস ও এয়ার স্কাউটস প্রবর্তন করা হলে উপজেলা/জেলা স্কাউটসের আওতায় বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের জন্য বিশেষ কমিটির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। গঠন ও নিয়মের বিধান অনুযায়ী ঐ কমিটি নৌ স্কাউট ও এয়ার স্কাউট ইউনিটের সার্বিক দেখা শোনা করে থাকে।

বাংলাদেশে নৌ স্কাউট ও এয়ার স্কাউট সংগঠন ও তাদের প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও কার্যাবলী পরিচালনার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক স্কাউটসের মর্যাদাসম্পন্ন পৃথক পৃথক কাউন্সিল/কমিটি আছে। একজন আঞ্চলিক কমিশনারের নেতৃত্বে ঐ সব কমিটি কাজ করে। কমিটি তাদের কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপবিধি প্রণয়ন করতে পারে।

নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐ অঞ্চল দুটি প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে সব রকম কারিগরি ও কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

প্রতিবন্ধী স্কাউটস

শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে যে সব স্কাউট বয়সী ছেলে-মেয়েরা সাধারণ সুস্থ স্কাউটদের ন্যায় প্রোগ্রাম ও কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম নয় তাদের প্রতিবন্ধী স্কাউট বলা হয়। যে সব ছেলে-মেয়ে মুক, বধির, পঙ্গু, অন্ধ, মানসিক ভারসাম্যহীন, বুদ্ধিহীন তারাও স্কাউট হতে পারে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পাড়ায় বা মহল্লায় প্রতিবন্ধী স্কাউট দল খোলা যেতে পারে। তাদের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে যে সব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে অক্ষম সে সব বিষয় ছাড়া প্রতিবন্ধী স্কাউটদের সাধারণ স্কাউটিংয়ের প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

প্রতিবন্ধী স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটসের একজন স্বেচ্ছাসেবী জাতীয় কমিশনার আছেন। তার অনুমোদনক্রমে অথবা সরাসরি তাঁর উদ্যোগে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী স্কাউটদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আগুনরী প্রতিবন্ধী স্কাউটদের জন্য বড় ধরনের সমাবেশ।

সাধারণ ইউনিট লিডারের যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ লিডার প্রতিবন্ধী ইউনিটের লিডার হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন। তবে নিয়োগের পূর্বে তাকে কোন অনুমোদিত প্রতিবন্ধী স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ পথশিশুদের নিয়েও কাব ও স্কাউট দল খোলা হয়েছে। এসব পথশিশুরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের কাজের ফাকে স্কাউটিং প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে থাকে। এই দলগুলি Ticket to Life বা টিটিএল প্রকল্পের আওতায়।

নবম অধ্যায়

সম আদর্শের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক

"গঠন ও নিয়মের" বিধান মোতাবেক দেশের অভ্যন্তরে স্কাউটিংয়ের আদর্শের সমমনোভাবসম্পন্ন অরাজনৈতিক, বেসামরিক ও অসাম্প্রদায়িক শিশু, কিশোর ও যুব প্রতিষ্ঠান বিশেষত: বাংলাদেশ গার্ল গাইডের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা বাংলাদেশ স্কাউটস এর লক্ষ্য।

অনুমোদিত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, শিল্প প্রতিষ্ঠান, রেড ক্রিসেন্ট, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান যাদের কোন প্রকার রাজনৈতিক আদর্শ নেই তারা স্কাউট দল খুলে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারে। এলাকা বা একই স্থানে/একই এপার্টমেন্টে বসবাসরত নির্ধারিত বয়সের ছেলে-মেয়েদের সমন্বয়েও মুক্ত দল খোলার আবেদন করা যায়। তবে প্রত্যেককেই স্কাউটিংয়ের মূলনীতি মেনে চলতে হবে।

দশম অধ্যায়

কমিশনারগণের কাজ

আগেই বলা হয়েছে যে কমিশনারের কাজ হল জনসংযোগ এবং নেতৃত্ব প্রদান। এটা গবেষণার জন্য বিজ্ঞান নয় বরং অনুশীলনের জন্য 'শিল্পকলা।' অন্যান্য বিষয় ছাড়াও স্কাউট আন্দোলনে কমিশনারের কর্তব্যঃ

১) নেতৃত্ব দান এবং নিজ এলাকায় স্কাউটিংয়ের স্থায়ীত্ব রক্ষা ও উন্নয়ন সাধন। সভা সমাবেশে জাতীয় স্কাউট নীতি, স্থানীয় স্কাউট পরিবেশ, প্রয়োজনে ব্যাখ্যা, স্কাউট ও লিডার নিয়ে অনুষ্ঠান ও কার্যাবলীর পরিকল্পনা এবং প্রধানত: গ্রুপের জন্য প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

২) স্কাউট দরদী কর্মী ও কর্মকর্তা সংগ্রহ এবং তাদের উপর প্রয়োজনীয় দায়িত্ব অর্পণ।

৩) চাহিদা পূরণের জন্য নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ এবং তা পূরণের জন্য প্রয়োজন হলে প্রফেশনালদের সহায়তা গ্রহণ।

৪) একই রকম উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের অনুষ্ঠানাদিতে সহায়তা দান।

৫) অন্যান্য অর্পিত দায়িত্ব পালন।

৬) প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে স্কাউটিং সম্পর্কিত অধিকতর/হাল-নাগাদ জ্ঞানার্জন।

প্রত্যেক স্তরেই কমিশনারের একটি টিম আছে। যেমন- প্রধান জাতীয় কমিশনারের টিম গঠিত হয় জাতীয় কমিশনারদের নিয়ে। জাতীয় কমিশনারের টিম তার জাতীয় উপ-কমিশনারদের নিয়ে। এইভাবে আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উপ কমিশনার ও সহকারী কমিশনারদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের টিম গঠিত।

উপ-কমিশনার ও সহকারী কমিশনারগণ তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য সরাসরি সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের নিকট দায়ী। অতএব সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে তাঁর সঙ্গের উপ-কমিশনার, সহকারী কমিশনারগণ নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং তারা তা ভালভাবে জানেন। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা তারা লাভ করেন এবং

সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন। এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতা এবং অনুকূল পরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে। ইউনিট সদস্যদের নিয়ে সময় সময় বৈঠকে বসে কাজ কর্ম পর্যালোচনা, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দান করলে নিজ এলাকায় স্কাউট আন্দোলন গতিশীল রাখার ব্যাপারে সুফল পাওয়া যায়।

জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কমিশনারদের প্রধান কাজ হবে গ্রুপকে সচল ও গতিশীল করে সংগঠন জোরদার করা। বিশেষ করে উপদল পদ্ধতি ও ব্যাজ পদ্ধতি চালু রেখে ক্রমোন্নতিশীল প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্কাউটদেরকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে সাহায্য করা। ক্রমোন্নতিশীল প্রোগ্রাম চালু থাকলে স্কাউটিং সম্প্রসারণের জন্য অন্যভাবে প্রচারের তেমন প্রয়োজন হবে না। সেই সঙ্গে মুক্তাঙ্গনের কার্যাবলী, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে নতুন নতুন ধ্যান ধারণা দিয়ে বিভিন্ন স্তরের স্কাউটদের এক সাথে একই উদ্দেশ্যে কাজ করার ব্যবস্থা করাও কমিশনারদের কর্তব্য। এতে জনসংযোগের কাজও হবে।

লিডারদের সাথে কমিশনারদের অবশ্যই সুসম্পর্ক থাকতে হবে। কোমলে-কঠোর মিশিয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তারা উদ্দেশ্য হাসিল করবেন। কমিশনারগণ নেতৃত্ব দান ও জনসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কাজ করবেন অর্থাৎ দ্বিমুখী পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপর থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও নির্দেশনার ব্যবস্থা ও বাস্তবায়ন এবং নীচের দিক থেকে স্ব গৃহীত ও স্ব শাসিত ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে চলবেন। কমিশনারগণ একাধারে প্রশাসক ও সুহৃদ এবং নিজ সংগঠনের মূল ব্যক্তিত্ব।

একাদশ অধ্যায়
গার্ল-ইন-স্কাউটিং

স্কাউটস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল লন্ডনের ব্রাউন্সি দ্বীপে ২১ জন বালক নিয়ে পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্প করেন ১৯০৭ সালে। স্কাউটদের নিয়ে স্বার্থক ক্যাম্প করার পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৮ সালে তিনি Scouting For Boys নামক একটি বই লিখেন যা স্কাউটিংকে বিশ্ব পরিসরে পরিচিত করার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। সমগ্র ইংল্যান্ডে বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বই পড়ে স্কাউট বয়সী মেয়েরা বি.পি.কে মেয়েদের জন্য স্কাউটিং কার্যক্রম শুরুর তাগিদ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি ১৯১০ সালে মেয়েদের জন্য গার্ল গাইড প্রবর্তন করেন। গার্ল গাইড পরিচালনার জন্য তিনি মিসেস ব্যাডেন পাওয়েলকে দায়িত্ব প্রদান করেন। সেই থেকে দেশে দেশে স্কাউট আন্দোলনের পাশাপাশি গার্ল গাইডের বিস্তৃতি লাভ করে। আমাদের দেশে অর্থাৎ তৎকালীন পাক ভারত উপমহাদেশেও বয় স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলন গতিশীল আছে।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে যুব সম্প্রদায়। আর যুব বয়সীদের মধ্যে নারীর অবস্থান সমান-সমান এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই বিশাল জনসম্পদকে স্কাউটিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার মত সাংগঠনিক পদক্ষেপ ও যুগোপযোগী প্রোগ্রাম গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ গার্ল গাইড সমিতি কাজ করছে। তবে চাহিদার তুলনায় তাদের কার্যক্রম সীমিত। সে কারণে স্কাউট বয়সী মেয়েরা স্কাউটিং কার্যক্রমে যোগদানের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর নিকট নানাভাবে দাবী করতে থাকে। এদিকে মেয়েদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৩২তম ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্সে এই বিষয়টির উপর সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৯১ সালের ২৪ মে লন্ডনে ওলেভ হাউসে WOSM এবং WAGGGS এর প্রতিনিধিগণ এক বৈঠকে মিলিত হন এবং গার্ল-ইন-স্কাউট পলিসি উভয় বিশ্ব সংগঠন গ্রহণ করে। অর্থাৎ WOSM মেয়েদেরকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলে WAGGGS এর কোন আপত্তি থাকবে না। তবে তাদেরকে গার্ল-ইন-স্কাউট বলতে হবে। গার্ল-গাইড বা গার্ল স্কাউট বলা যাবে না।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাকে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয়/চতুর্দশ এশিয়া প্যাসিফিক জাম্বুরীতে অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে মৌচাক স্কাউট হাই স্কুলে একটি গার্ল ইন স্কাউটিং ইউনিট খোলা হয়। গার্ল-ইন-স্কাউটিং ইউনিটের একটি উপদল জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করে, তাঁবু বাস করে এবং প্রতিটি কর্মকান্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করে। মেয়েদের এ সহাবস্থান ছেলে ও মেয়ে উভয়কে অনুপ্রাণিত করে এবং দেশে গার্ল-ইন-স্কাউটিং চালু করার পথ সুগম হয়।

গত ২৪শে মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ২১তম সভায় গঠন ও নিয়ম সংশোধন পূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশে গার্ল-ইন-স্কাউটিং প্রবর্তনের সিদ্ধান্তটি "গঠন ও নিয়ম" এর অন্তর্ভুক্তি করা হয়। সেই থেকে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৪-৩২ জনের একটি গার্ল ইন-স্কাউটিং দল গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১৯-২৩ এপ্রিল, ১৯৯৪ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাকে অনুষ্ঠিত ১৯৯৪ সালের স্কাউটিং সম্পর্কিত ওয়ার্কশপে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত স্কাউট কর্মকর্তাগণ গার্ল-ইন-স্কাউটিং চালুর লক্ষ্যে একমত পোষণ করেন এবং কর্মতৎপরতা শুরুর উদ্যোগ গ্রহণে সম্মত হন। ১৮ই জুন ১৯৯৪, দেশে গার্ল-ইন-স্কাউটিং চালু করার লক্ষ্যে পরিপত্র জারী করা হয় এবং ইউনিট পরিচালনার জন্য মহিলা ইউনিট লিডার তৈরীর লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুরু হয় গার্ল-ইন-স্কাউটিং কার্যক্রম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক স্কাউটসমূহের সভাপতিদের নিকট ১৮-৬-৯৪ইং তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী গুরুত্বসহকারে বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।

(ক) যে সকল বালিকা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে গার্ল গাইড চালু আছে সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল-ইন-স্কাউটিং সংগঠনের প্রয়োজন নেই। তবে যদি সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গার্ল-ইন-স্কাউটিং এ যোগদান করতে আগ্রহী হয়, সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতর হতে অনুমতি নিতে হবে।

(খ) যে সকল বালিকা বিদ্যালয়, সহ-শিক্ষাদানকারী বালক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে হলদে পাখি, গার্ল গাইডস বা রেঞ্জার নেই সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল-ইন-স্কাউটিং চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(গ) ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন মহিলা গার্ল-ইন-স্কাউটিং গ্রুপের দায়িত্ব প্রাপ্ত ইউনিট লিডার হবেন। যেখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা ইউনিট লিডার পাওয়া যাবে না, সেখানে সাময়িকভাবে একজন পুরুষ ইউনিট লিডার (সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য) গার্লস-ইন-স্কাউটিংয়ের ইউনিট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

(ঘ) গার্ল-ইন-স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন শাখায় (যেমন কাব, স্কাউট ও রোভার) মহিলা ইউনিট লিডারদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য অঞ্চল/জেলা ভিত্তিক পৃথক ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সংগঠন করতে হবে।

(ঙ) গার্ল-ইন-স্কাউটিংয়ের সংগঠনের পর পরই সংশ্লিষ্ট জেলা/থানা স্কাউটসে রেজিষ্ট্রেশন করিয়ে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

প্রোগ্রাম : যুব বয়সীদের জন্য প্রচলিত স্কাউট প্রোগ্রামই গার্ল-ইন-স্কাউটদের প্রোগ্রাম। তবে রোভার স্কাউট শাখায় র‌্যাম্বলিং এর পরিবর্তে শিক্ষকতা করার বিধান করা হয়েছে।

পরিসংখ্যান : স্কাউটিং কার্যক্রমে গার্ল-ইন-স্কাউটিং এর সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত হবার সাথে সাথে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য মেয়েদের নিকট থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্যও তাদের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের দেশে ২০০৮ সালে গার্ল-ইন-স্কাউটিং এর সদস্য ১,১৮,৭২২ জন। সে ক্ষেত্রে সর্বস্তরের কমিশনার মহোদয়গণের পরামর্শ, প্রচেষ্টা এবং তৎপরতা একান্ত অপরিহার্য। বিশেষ করে উপজেলা কমিশনারগণের এই ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার অবকাশ রয়েছে। রোভারদের ক্ষেত্রে জেলা রোভার স্কাউট কমিশনার গার্ল-ইন-রোভারিং সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর স্ট্রাটেজিক প্লান

বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্ট্রাটেজিক প্লান ২০০৬ সালে প্রণীত হয়। স্কাউটিং এর মিশনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভিশন ২০১৩ গৃহীত হয়। আর বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভিশন ২০১৩ অর্জনের জন্য মোট ছয়টি স্ট্রাটেজিক প্রাইওরিটি গ্রহণ করে বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেই মোতাবেক বাংলাদেশ স্কাউটস কাজ করে যাচ্ছে। এখানে স্কাউটিং এর মিশন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভিশন ২০১৩ এবং ছয়টি প্রাইওরিটি উল্লেখ করা হলো। স্ট্রাটেজিক প্লানের বিস্তারিত উদ্দেশ্যবলী এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রত্যেক আঞ্চলিক সদর দফতরে পাওয়া যাবে। কমিশনার মহোদয়গণ প্রয়োজন বোধে তা সংগ্রহ করতে পারবেন।

স্কাউটিং-এর মিশনের মূল ইংরেজী বিবৃতি নিম্নরূপ-

Mission of Scouting

The mission of scouting is to contribute to the education of young people, through a value system based on the scout promise and law to help build a better world where people are selffulfilled as individuals and play a constructive role in society.

This is achieved by :

* involving them throughuot their formative years in a non-formal educational process

* using a specific method that makes each individual the principal agent in his or her development as a self-reliant, supportive, responsible and committed person.

* assisting them to establish a value system based upon spiritual, social and personal principles as expressed in the promise and law.

মিশনের পটভূমি নিম্নরূপঃ-

১৯০৭ সালে স্কাউটিং প্রবর্তিত হওয়ার পর এটি একটি যুব আন্দোলনে রূপ নেয় এবং বিশ্বজুড়ে এই আন্দোলনের দ্রুত প্রসার লাভ করে।

১৯২০ সালে অলিম্পিয়াড় প্রথম বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ মহতি আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা নির্মিত হয়। ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্স স্কাউটিং এর সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও পদ্ধতি গৃহীত হয়। স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংগঠনের সংবিধানের উপর ভিত্তি করে স্কাউটিং এর ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯৯ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে স্কাউটিংয়ের মিশন বিবৃতি সর্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। বলতে গেলে এই বিবৃতি বিশ্ব স্কাউট সংগঠনের গৃহীত সর্বশেষ মাইল ফলক। মূল বিবৃতির অনুবাদ নিম্নরূপঃ-

স্কাউটিং এর মিশন হলো স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রক্রিয়ার যুবদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখা, যে প্রক্রিয়ায় একটি উন্নত বিশ্ব গড়ার কাজে সাহায্য করা; যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সমর্থ হবে এবং সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

স্কাউটিং এর মিশন অর্জন করার জন্য অর্থাৎ যুবদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে নিম্নলিখিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়ঃ-

* যুবকদেরকে তাদের জীবন গঠনের পুরো সময় স্কাউটিং এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় জড়িত রাখা।

স্কাউটিং এর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা যার ফলে প্রত্যেক যুবকে আত্মনির্ভরশীল, প্রচেষ্টাবান, দায়িত্বশীল এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়।

* যুবকদের স্কাউট প্রতিজ্ঞা এবং আইনের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে একটি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা যোগানো।

স্কাউটিং এর মিশন বিবৃতির মধ্যে কয়েকটি পদবাচ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

মিশন : আমরা অর্থাৎ স্কাউট সংগঠনে জড়িত সবাই যে মহৎ কাজ করতে চেষ্টা করছি সেই কাজ।

অবদান : যুব উন্নয়নে আমরাই একমাত্র অবদান রাখছি না। অর্থাৎ যুবদের জীবনকে উজ্জীবিত করার জন্য আমাদের প্রভাব ছাড়াও অন্যান্য পারিপার্শিক প্রভাব বিদ্যমান।

শিক্ষা : এই শিক্ষা কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়। এই শিক্ষা যুবদের জীবন ব্যাপী শিক্ষা প্রক্রিয়া।

যুব : যুব বলতে ৭ থেকে ২৫ বছর বয়সী সব যুবকেই বোঝানো হয়েছে। সকল ছেলে ও মেয়ে নিয়ে যুব সম্প্রদায় গঠিত।

মূল্যবোধ : মূল্যবোধ বলতে আমরা যে নৈতিকতা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি এবং সেই নৈতিকতাবোধ শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে জীবনের পথে চলতে চেষ্টা করি তাকেই বোঝায়।

প্রতিজ্ঞা ও আইন : স্কাউটিংয়ে যে মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার অনুধাবন এবং বহিঃপ্রকাশ।

সাহায্য করা : অন্য সবাইকে সাথে নিয়ে যুবদের সাহায্য করা।

উন্নততর বিশ্ব : ভাল থেকে ভাল মানুষ নিয়েই উন্নততর বিশ্ব গড়া সম্ভব।

পরিপূর্ণ বিকাশ : ব্যক্তিগত বিষয়। অর্থাৎ মানুষের নিজ নিজ গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তির অনুভূতি জাগানো।

গঠনমূলক ভূমিকা : সামাজিক বিষয়। অর্থাৎ যুবগণ কর্মতৎপর হবে এবং সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে।

সমাজ : সমাজ বলতে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ভিশন ২০১৩ যা ইংরেজীতে লেখা হয়ঃ–

BANGLADESH SOCUTS VISION

By 2013 Bangladesh socuts envisions to grow membership by 1.5 million by offering challenging youth program through a value based educational system, in partnership with Government, Agencies and community towards building a better world.

ভিশন-২০১৩ এর বাংলা নিম্নরূপ হতে পারেঃ-

বাংলাদেশ স্কাউটস সরকার, উন্নয়ন এজেন্সি এবং সমাজের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, যুব সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জিং ইয়্যুথ প্রোগ্রামে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের মূল্যবোধ শিক্ষার আলোকে শিক্ষাদান করে ২০১৩ সালের মধ্যে স্কাউট সদস্য ১৫ লক্ষে উন্নিত করতে চায়।

ভিশন-২০১৩ অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত ছয়টি প্রাইওরিটি এরিয়া ঠিক করা হয়ঃ-

১. ইয়্যুথ প্রোগ্রাম/ইয়্যুথ ইনভলভমেন্ট (Youth Programme/Youth Involvement)
২. অ্যাডাল্টস ইন স্কাউটিং (Adults in Scouting)
৩. কমিউনিকেশন ও গণসংযোগ (Communication and PR)
৪. ব্যবস্থাপনা (Management)
৫. অর্থ সম্পদ (Financial Resources)
৬. মেম্বারশীপ বৃদ্ধি (Membership Growth)

বাংলাদেশ স্কাউট এর স্ট্রাটেজিক প্রাইওরিটি গুলির আওতা ঃ-

১। ইয়্যুথ প্রোগ্রাম/ইয়্যুথ ইনভলভমেন্ট (Youth Programme/Youth Involvement)

এই প্রাইওরিটির আওতায় যুবদের সার্বিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জড়িত করার জন্য আকর্ষণীয় এবং চ্যালেঞ্জিং প্রোগ্রাম উপহার দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

২। অ্যাডাল্টস ইন স্কাউটিং (Adults in Scouting)

এই প্রাইওরিটির আওতায় যুবদের প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন এবং কার্যকরভাবে স্কাউট সংগঠন পরিচালনার জন্য বয়স্ক নেতা সম্পদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকবে।

৩। কমিউনিকেশন ও গণসংযোগ (Communication and PR)

এই প্রাইওরিটির আওতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্কাউটিং এর ভাবমূর্তি এবং দৃশ্যমানতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর যোগাযোগ পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকবে, যে পদ্ধতি অনুসরণে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাঙ্গনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৪। ব্যবস্থাপনা (Management)

এই প্রাইওরিটির আওতায় সংগঠনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নের ব্যবস্থা থাকবে।

৫। অর্থ সম্পদ (Financial Resources)

এই প্রাইওরিটির আওতায় সংগঠনের অবকাঠামো ও অর্থ সম্পদের উন্নয়ন এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যাতে করে এই ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও টেকসই অবস্থিতি বিরাজমান থাকে।

৬। মেম্বারশীপ বৃদ্ধি (Membership Growth)

এই প্রাইওরিটির আওতায় দেশের সর্বস্তরের নারী-পুরুষ ভারসাম্য বজায় রেখে এবং গতানুগতিক প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক মেম্বারশীপ বৃদ্ধির সাথে সমাজের সর্বস্তরের যুব সমাজকে স্কাউটিং এর আওতায় আনার ব্যবস্থা থাকবে।

ভিশন-২০১৩ অর্জনে কমিশনারের করণীয় :

সর্বস্তরের কমিশনারগণ প্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং ভিশন-২০১৩ অর্জনের জন্য উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় কমিশনারবৃন্দ ও তাদের নিজ নিজ নিয়োগের উপকমিশনার/সহকারী কমিশনারগণ বিভাগ ভিত্তিক (প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য, জনসংযোগ, অর্থ ইত্যাদি) কাজকর্ম তদারকি করলে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভিশন অর্জনে তাদের অবদান নিশ্চিত হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ফরমসমূহ

এই অধ্যায়ে কমিশনার মহোদয় বিশেষ বিশেষ সুপারিশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক যে সকল প্রয়োজনীয় ফরম ব্যবহার করে থাকে সেগুলির নমুনা কপি হিসেবে দল পরিদর্শন ফরম, উপজেলা পরিদর্শন ফরম এবং জেলা স্কাউট পরিদর্শন ফরম রয়েছে ঃ

১। দল পরিদর্শন ফরম (পরিশিষ্ট-ক)

২। উপজেলা স্কাউটস পরিদর্শন ফরম (পরিশিষ্ট-খ)

৩। জেলা স্কাউটস পরিদর্শন ফরম (পরিশিষ্ট-গ)

তা ছাড়াও কমিশনার মহোদয়গণ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ও নবায়নের জন্য যে সকল ফরমে সুপারিশ করে থাকেন সেগুলির তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ-

১। উডব্যাজ প্রদানের জন্য সুপারিশ ফরম

২। ট্রেনার নিয়োগের সুপারিশ ফরম

৩। দল রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন ফরম

৪। শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড সুপারিশ ফরম

৫। প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড সুপারিশ ফরম

৬। প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড সুপারিশ ফরম।

পরিশিষ্ট 'ক'

ইউনিট পরিদর্শন রিপোর্ট ফরম

পরিদর্শনের তারিখ ঃ..................... শাখাঃ...................

০১. ইউনিটের নাম ঃ

০২. ঠিকানা ঃ ডাকঃ উপজেলাঃ জেলাঃ অঞ্চল ঃ

০৩. (ক) দল গঠনের তারিখ ঃ (খ) গ্রুপ নম্বর ঃ (গ) চার্টার নম্বর ঃ

০৪. সর্বশেষ রেজিস্ট্রেশন নবায়নের তারিখ ঃ

০৫. গ্রুপ কমিটির সভাপতির নাম ও পরিচিতি ঃ

০৬. ইউনিট লিডারের প্রশিক্ষণ গ্রহণের তথ্য ঃ

ক্রমিক	স্কাউটারের নাম	বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণের তারিখ	অ্যাডভান্সড কোর্সে অংশগ্রহণের তারিখ	দল পরিচালনার সনদ আছে কিনা

০৭. স্কাউট পরিসংখ্যান ঃ

অবস্থান	নবাগত	সদস্য ব্যাজ	তারা/ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ	চাঁদ/প্রোগ্রেস ব্যাজ	চাঁদ তাঁরা/ সার্ভিস ব্যাজ	শাপলা/পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত	সর্বমোট
ভর্তিকৃত সংখ্যা							
পরিদর্শনকালে উপস্থিতি							

০৮. ট্রুপ মিটিং ঃ (ক) ইউনিটের মেম্বারশীপ ফি পরিশোধের তারিখ .... ।
(রশিদের ফটোকপি পরিদর্শন রিপোর্ট ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে)
(খ) বার্ষিক স্কাউট পরিসংখ্যান (উপজেলা/জেলায়) পাঠানোর তারিখ .... ।
(তথ্যের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে)

প্যাক মিটিং/ট্রুপ মিটিং এর দিন ও সময়	শেষ ছয় মাসে অনুষ্ঠিত প্যাক/ট্রুপ মিটিং এর সংখ্যা	ট্রুপ মিটিং রেজিষ্টার আছে কিনা?	প্যাক/ট্রুপ মিটিং এর সময়সীমা	ইউনিটে পতাকা আছে কিনা?

০৯. স্কাউট পোশাক, ব্যাজ এবং আমার স্কাউট রেকর্ড ঃ

কতজনের পূর্ণাঙ্গ স্কাউট পোশাক আছে?	পোশাকে ব্যাজসমূহ যথাযথভাবে আছে কিনা?	যাদের পোশাক নাই তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?	ইউনিটের কতজন স্কাউটের আমার স্কাউট রেকর্ড বহি আছে?	আমার স্কাউট রেকর্ড বহি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় কি?	যাদের আমার রেকর্ড বহি নাই তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

১০. গত এক বছরে বাস্তবায়িত প্রোগ্রামসমূহ ঃ

ইভেন্টসমূহ	অভিযান/হাইকিং	বার্ষিক গ্রুপ ক্যাম্প	কাব হলিডে/ উপদল ক্যাম্প	উপজেলা/জেলা ক্যাম্পুরী/সমাবেশ	দীক্ষা অনুষ্ঠান	ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান	স্কাউটস ওন	পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্স
অনুষ্ঠানের তারিখ								
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা								

১১. জাতীয় ও বিভিন্ন দিবসসমূহ উদযাপন ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ

ক্রমিক	দিবসসমূহের নাম	আয়োজনকারীর সংখ্যা	উদযাপনের তারিখ	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা

১২. ইউনিটের নিয়মিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ঃ

০১	ষষ্ঠক/উপদল পদ্ধতি	কার্যকর	আংশিক কার্যকর	কার্যকর নয়	মন্তব্য ঃ
০২	ব্যাজ পদ্ধতি	কার্যকর	আংশিক কার্যকর	কার্যকর নয়	মন্তব্য ঃ
০৩	বার্ষিক প্রোগ্রাম পরিকল্পনা	কার্যকর	আংশিক কার্যকর	কার্যকর নয়	মন্তব্য ঃ

১৩. ইউনিটের রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ঃ

ক্রমিক	রেকর্ড/রেজিষ্টারসমূহ	কার্যকরভাবে আছে কিনা?	ক্রমিক	রেকর্ড/রেজিষ্টারসমূহ	কার্যকরভাবে আছে কিনা?
০১	ভর্তি রেজিস্টার		০২	ক্রমোন্নতিশীল রেজিস্টার	
০৩	নোটিশ বই		০৪	গ্রুপ কমিটির সভার কার্যবিবরণী	
০৫	পরিসংখ্যান রেজিস্টার		০৬	উপদল পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত বই	
০৭	ব্যাজ প্রদান রেজিস্টার		০৮	ইউনিটের হাজিরা রেজিস্টার	
০৯	ইউনিটের চাঁদা/মেম্বারশীপ ফি আদায় রেজিস্টার		১০	উপদল বন্টন রেজিস্টার	
১১	ইউনিট লিডারের ডায়েরী		১২	ইউনিট মজুদ বই	
১৩	ইউনিটের লগ বই		১৪	ইউনিটের এ্যালবাম (স্ক্র্যাপ বুক)	
১৫	ইউনিটের পরিদর্শন বই		১৬	মেম্বারশীপ ফি প্রদান রেজিস্টার	
১৭	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ রেজিস্টার		১৮		
১৯			২০		

১৪. দলের তহবিল সংরক্ষণ ব্যবস্থা (সদস্যদের আদায়কৃত চাঁদার তহবিল)

ক্যাশ বই আছে/নাই	ব্যাংকের নাম ও তহবিল নম্বর	সদস্য চাঁদা আদায় অগ্রগতি (গত এক বছরের)				তহবিল বর্তমান স্থিতি ও তারিখ	সুনির্দিষ্ট বাজেট প্রণয়ন অনুমোদন আছে কিনা
		পরিশোধিত		বকেয়া			
		সদস্য সংখ্যা	আদায়কৃত টাকা	সদস্য সংখ্যা	আদায়কৃত টাকা		

১৫. স্কাউট ডেন ঃ (অবস্থান/ব্যবস্থাপনা) ঃ

১৬. শেষ বর্ষে রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন করা হয়েছে কিনা ঃ

১৭. প্রকল্প (যদি থাকে) ঃ

১৮. অগ্রদূত পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার তারিখ ঃ

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মন্তব্য ঃ

(পূর্ববর্তী পরিদর্শকের মন্তব্যের আলোকে অগ্রগতি এবং বর্তমানে দলের অবস্থা উন্নয়নের দিক নির্দেশনাসহ লিখুন)

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীলমোহর

পরিশিষ্ট 'খ'

জেলা/উপজেলা স্কাউটস পরিদর্শন ফরম

১. জেলা/উপজেলার নাম ঃ
অঞ্চল ঃ

২. পরিদর্শনের তারিখ ঃ
সময়কাল ঃ

৩. পরিদর্শন বহি ঃ আছে /নাই   শেষ পরিদর্শনের তারিখ ঃ
কে করেছেন ঃ

৫. অফিস ঃ (অবস্থান, অবস্থা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) ঃ

৬. কাউন্সিল ও নির্বাহী পরিষদের তথ্য ঃ

(ক) নির্বাহী কমিটির পুনঃগঠনের তারিখ ঃ

(খ) নির্বাহী কমিটির তালিকা (সংযুক্ত করুন) ঃ

(গ) নির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বহি ঃ আছে/নাই

(ঘ) বিগত ও চলতি বর্ষে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির সভার তারিখসমূহ ঃ

(ঙ) সর্বশেষ বার্ষিক কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ

৭. উপবিধি ঃ

৮. প্রশিক্ষণ ঃ

কোর্সের ধরণ অনুযায়ী বয়স্ক নেতাদের আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ রেজিষ্টার আছে কিনা	বিগত ও বর্তমান বর্ষে অনুষ্ঠিত বেসিক কোর্সের তারিখ ও অংশগ্রহণকারী সংখ্যা		জেলাধীন বর্তমান প্রশিক্ষক সংখ্যা								বেসিক ও এডভান্স কোর্স সম্পন্নকারী বয়স্ক নেতাদের তালিকা উপজেলায় পাঠানো হয়েছে কিনা		বিগত বর্ষে অনুষ্ঠিত রিফেসার্স / টেকনিক্যাল কোর্সের তারিখ ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
	কাব	স্কাউট	উডব্যাজার		এন,টি,সি সম্পন্নকারী		এ,এল,টি		এল,টি		কাব	স্কাউট	কাব	স্কাউট
			পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	পুঃ	মঃ	মঃ	পুঃ				

৯. পরিসংখ্যান (দুই বছরের) ঃ

সাল	কাব দল			স্কাউট দল		
	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট

১০. রেকর্ড সংক্রান্ত তথ্য ঃ

(ক) ক্যাশ বই		(খ) চাঁদা আদায়ের রশিদ	
(গ) দল রেজিষ্ট্রেশন রেজিষ্টার		(ঘ) অ্যাওয়ার্ড রেজিষ্টার	
(ঙ) ইউনিট লিডার রেজিষ্টার		(চ) পত্র প্রেরণ ও পত্র গ্রহণ রেজিষ্টার	
(ছ) ষ্টক রেজিষ্টার		(জ) দল রেজিষ্ট্রেশন ফাইল	
(ঝ) প্রোগ্রাম ফাইল ও রেজিষ্টার		(ঞ) প্রশিক্ষণ ফাইল	
(ট) সংগঠন ফাইল		(ঠ) সমাজ উন্নয়ন ফাইল	
(ড) আর্থিক ফাইল		(ঢ) পরিসংখ্যান ফাইল	
(ণ) অ্যাওয়ার্ড ফাইল		(ত) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা	

১১. অর্থ ব্যবস্থাপনা ঃ

(ক) গত বছরের বাজেট অনুমোদনের তারিখ ঃ ______ (খ) গত বছরের অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ঃ

মোট আয় ঃ ______ মোট ব্যয় ঃ ______ উদ্বৃত্ত ঃ ______

(গ) বর্তমান বছরের বাজেট অনুমোদনের তারিখ ঃ ______

বাজেট অনুযায়ী মোট আয় ______ মোট ব্যয় ______

(ঘ) ব্যাংক হিসাব নং ঃ ______ পরিচালনা পদ্ধতি ঃ ______

(ঙ) স্কাউট ফি আদায়ের পরিস্থিতি ঃ

সন	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	আদায়কৃত স্কাউট ফি এর পরিমাণ	দল রেজিষ্ট্রেশন ফি	অন্যান্য খাত থেকে আদায়কৃত অর্থ	মোট আদায়কৃত অর্থ

অডিট পরিস্থিতি ঃ

স্কাউট কার্যাবলী (প্রোগ্রাম) ঃ

প্রোগ্রামের নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থান	কাব/স্কাউট ইউনিট	কাব/স্কাউট	কাব/স্কাউটলিডার/ প্রশিক্ষক	কর্মকর্তা	মন্তব্য
(ক) জেলা/উপজেলা সমাবেশ						
(খ) উপদল নেতা কোর্স						
(গ) ব্যাজ কোর্স (স্কাউট)						
(ঘ) ব্যাজ কোর্স (কাব)						
(ঙ) জেলা/উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী						
(চ) জেলা/উপজেলা কাব হলিডে						
(ছ) বিভিন্ন দিবসসমূহ						

১২. কনফারেন্স / ওয়ার্কশপ / ওরিয়েন্টেশন কোর্স ঃ

১৩. সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

গৃহীত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	বর্তমান অবস্থা	অংশগ্রহণকারী কাব / স্কাউট সংখ্যা	ব্যাজ প্রাপ্তির সংখ্যা	মোট আয়	মোট ব্যয়	মন্তব্য

১৪. সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম এর বিবরণ ঃ ---

সম্পাদক

বাংলাদেশ স্কাউটস ------------ উপজেলা/জেলা

পরিদর্শনকৃত জেলা/উপজেলা সম্পর্কে পরিদর্শনকারীর মন্তব্য ও সুপারিশ ঃ---

----

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(সীলমোহরসহ)